CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-95 ■ 10 January, 2025 ■ আগরতলা ১০ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ২৫ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ শুরু বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। আগামীকাল ১০ জানুয়ারি থেকে ত্রিপুরা বিধানসভায় শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। ৩ দিনের ওই অধিবেশন চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। এটি এই বছরের প্রথম অধিবেশন।

প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক ইংরেজী বছরের প্রথম বিধানসভা অধিবেশন রাজ্যপালের ভাষণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সে মোতাবেক ১০ জানুয়ারী অধিবেশনের প্রথম দিনে শুরুতেই রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু ভাষণ রাখবেন। এই অধিবেশনে মন্ত্রী বিধায়কদের ভাতা বৃদ্ধির বিল পেশ করা হবে।

দুই বাইকের সংঘর্ষে আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনজন ব্যক্তি। গতকাল রাতে কৈলাসহর ডাক বাংলো এলাকায় ওই দুর্ঘটনায় বিকট শব্দ শুনে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী। দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে সঞ্জীব মজুমদার নামে এক ব্যক্তি বাইকে চেপে কৈলাসহরের দিক থেকে আসছিলেন। ডাক বাংলো

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩ দফা দাবিতে পদযাত্রা বাম যুব সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৯ জানুয়ারি।। তিন দফা দাবি নিয়ে ময়দানে বাম-যুবরা। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে বৃহস্পতিবার পদযাত্রা সংগঠিত করে বাম যুব সংগঠন। কাজ চাই, কাজ আমাদের দিতে হবে" এই স্লোগানে কুমারঘাটে উত্তাল আন্দোলন বিরোধী বাম-যুব সংগঠনের। কর্মসংস্থান, আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা, ও নেশার বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচী চালিয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অষ্টাদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে

প্রবাসী ভারতীয় এক্সপ্রেস পর্যটন ট্রেনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ৯ জানুয়ারী ।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ওড়িশার ভুবনেশ্বরে অষ্টাদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিনিধি এবং প্রবাসী ভারতীয়দের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী আস্থা প্রকাশ করেন যে এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সঙ্গীত ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভারতীয় প্রবাসীদের নানা অনুষ্ঠানে বাজানো হবে। তিনি এই সঙ্গীতের জন্য গ্র্যামি পুরস্কার বিজয়ী শিল্পী রিকি কেজ এবং তাঁর দলের অসাধারণ ভূমিকার জন্য প্রশংসা করে বলেন, এই সংগীত প্রবাসী ভারতীয়দের আবেগ ও অনুভূতিকে ধরতে সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টাইন কার্লা কাঙ্গালুকে তাঁর ভিডিও বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের অগ্রগতি ও বিকাশের ছবি তিনি যে ভাষায় তুলে ধরেছেন, তা সকলের উপর প্রভাব ফেলেছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই প্রয়াগরাজ-এ মহাকুম্ভ শুরু হবে। মকর সংক্রান্তি, লোহরি, পোঙ্গল এবং মাঘ বিহু উৎসবও আসছে। ১৯১৫-র এই দিনেই মহাত্মা গান্ধী বিদেশে দীর্ঘ সময় থাকার পর ভারতে ফিরেছিলেন বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই প্রবাসী ভারতীয় দিবস আরও একটি কারণে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস ভারত এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বন্ধনকে শক্তিশালী করার একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি কয়েকদিন পরেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবর্ষের কথা বলেন — যাঁর দৃষ্টিভঙ্গী প্রবাসী ভারতীয় দিবসের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারত, ভারতীয়ত্ব, সংস্কৃতি এবং বিকাশের উদযাপনের পাশাপাশি নিজের মূলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় এই উদযাপন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী মনে করেন।

শ্রী মোদী বলেন, 'ওড়িশার মহান ভূমি, যেখানে আমরা একত্রিত হয়েছি, তা ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি পদক্ষেপে আমরা ওড়িশায় আমাদের ঐতিহ্য প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির ঐতিহাসিক গুহা অথবা কোণার্কের চমৎকার সূর্য্য মন্দির অথবা তাম্রলিপ্তি, মানিকপাটনা ও পালুরের প্রাচীন বন্দর পরিদর্শনে গেলে প্রত্যেকেই গর্বে পূর্ণ হবেন। শত শত বছর আগে ওড়িশা থেকে ব্যবসায়ী ও বণিকরা বালি, সুমাত্রা এবং জাভার মতো জায়গায় দীর্ঘ সামুদ্রিক সমুদ্রযাত্রার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ওড়িশার স্মৃতিতে আজও বালি যাত্রা উদযাপিত হয়। তিনি আরও বলেন, ওড়িশার একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান ধৌলি শান্তির প্রতীক। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সম্রাট অশোক এখানে শান্তির পথ বেছে নিয়েছিলেন যখন বিশ্ব তলোয়ারের শক্তির মাধ্যমে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করছিল। শ্রী মোদী বলেন, এই ঐতিহ্য ভারতকে জানতে বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করে যে, ভবিষ্যতের প্রাণভোমরা যুদ্ধের মধ্যে নয়, বুদ্ধের মধ্যে নিহিত।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি সর্বদাই প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিবেচনা করে এসেছেন। বিশ্বজুড়ে সহ ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথনে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বিগত এক দশকে তাঁর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে অনেক বিশ্বনেতার এবং তাঁরা প্রবাসী ভারতীয়দের ভূয়সী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত আলোচনা ফেব্রুয়ারিতে

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি: ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ের সীমান্ত আলোচনা, যা ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে, প্রতিবেশী দেশটি পরিকল্পনা পরিবর্তনের কারণে সম্প্রতি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকটি স্থগিত করা হয়েছে।

সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর(বিএসএফ) প্রধান এবং তার বাংলাদেশি প্রতিপক্ষ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি) প্রধানদের নেতৃত্বে দ্বি-বার্ষিক আলোচনা ১৮ থেকে ২২ নভেম্বর জাতীয় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।

৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর এটিই হবে প্রথম এ ধরনের বৈঠক। সামগ্রিকভাবে, এটি হবে দুই বাহিনীর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৫তম আলোচনা, যাতে স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মাদকবিরোধী, কাস্টমস এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় জড়িত উভয় দেশের কিছু ফেডারেল সংস্থার কর্মকর্তারাও থাকবেন। এই আলোচনার শেষ সংস্করণটি মার্চ মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতের পূর্ব দিকে বাংলাদেশের সাথে বিএসএফ ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাহারা দেয়। সূত্রগুলি আগে বলেছিল যে পরবর্তী বৈঠক, যখনই অনুষ্ঠিত হবে, তখন 'ব্যাপক' সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, আন্তঃসীমান্ত অপরাধ রোধ এবং সীমান্তে রিয়েল-টাইম গোয়েন্দা তথ্য ভাগাভাগি করার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমন্বয় সম্পর্কিত ঐতিহ্যবাহী বিষয় এবং বিষয়গুলি নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

৮৪ বছর বয়সী নোবেল বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বর্তমানে বাংলাদেশের বিষয়গুলির দায়িত্বে রয়েছে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৯২ সালের মধ্যে প্রতি বছর ডিজি-স্তরের সীমান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হত তবে ১৯৯৩ সালে দ্বি-বার্ষিকভাবে উভয় পক্ষই পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ জাতীয় রাজধানী নয়াদিল্লি এবং ঢাকায় ভ্রমণ করত।

মানব পাচারে যোগ, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ জানুয়ারি।। মানব পাচারে যুক্ত ধর্মনগরের নাসির আলীকে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। গত ৩ জানুয়ারি শুক্রবার ধর্মনগর মহকুমা পশ্চিম চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নাসির আলির বাড়িতে গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় ধর্মনগর থানার পুলিশ আটক করেছিল বাংলাদেশী এক মহিলা নাগরিক সহ এক শিশুকে।

ধর্মনগর থানার পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত বাংলাদেশী মহিলা জানিয়েছিল যে পশ্চিম চন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা নাসির আলী ১০ হাজার টাকার বিনিময়ে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত পার করিয়ে দেবে। পরবর্তী সময়ে জানা যায় নাসিরের ছেলে ইসলাম উদ্দিন এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছে। এদিকে পুলিশ এই ঘটনার পরেই এই ধরনের অবৈধ কাজের সাথে জড়িত নাসির আলীকে বুধবার গভীর রাতে ধর্মনগর থানার পুলিশ পশ্চিম চন্দ্রপুর নাসির আলীর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে। ধর্মনগর থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার আইনি প্রক্রিয়া শেষে ধৃত নাসির আলীকে আদালতে প্রেরণ করে।

ভারতীয় তিন যুবককে ফেরৎ দিল বিজিবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। অবশেষে তিন ভারতীয় যুবককে ফেরত দিল বিজিবি। তাদেরকে মধুপুর থানাধীন দেবীপুর বাজারটিলা এলাকা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল বিজিবি।

তিন উপজাতি যুবক মধুপুর থানাধীন দেবীপুর বাজারটিলা এলাকা হয়ে বিএসএফের কাছে অনুমতি নিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে কাজের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। এমন সময় বাংলাদেশের বিজিবি তিন যুবককে গ্রেপ্তার করে প্রথমে চণ্ডীদার বিওপিতে নিয়ে যায়। সেখান থেকে কসবা থানায় নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানায় নিয়ে গেলে তাদেরকে অনেক তল্লাশি চালিয়ে কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত কমলাসাগর মিয়া পাড়া বিএসএফের হাতে বুধবার বিকেলবেলা তুলে দেয়।

এদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারের কর্মকর্তারা ভেঙ্গে পড়ে। শেষ পর্যন্ত বুধবার সন্ধ্যাবেলা মিয়াপাড়া বিএসএফ মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলে মধুপুর থানার পুলিশ তিনজনকে তিনজনের পরিবারের হাতে তুলে দেয়। যদিও পরিবারের সদস্যরা তাদেরকে কাছে পেয়ে দারুন খুশি। তবে অনুমতি নিয়ে যাওয়ার পরেই কেন তাদের এভাবে হেনস্থা করা হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয়রা।

শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জানুয়ারি।। শাসক দলের অনুগামী সংগঠন বিএমএসের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে বুধবার রাতে আচমকা উত্তেজিত হয়ে পরে শহর বিশালগড়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শহরের আমবাগানের বাসিন্দা সজল দেব বিএমএসের রাজ্য কমিটির সদস্য। বুধবার সকালে এই সজল দেবের ভাই সঞ্জয় দেব তার অটো গাড়িতে সিএনজি গ্যাস ভরতে গিয়ে তাদের সংগঠনেরই একাংশের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

এই ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে সজল দেব ও সঞ্জয় দেব সংগঠনের জেলা সম্পাদক রাজু দাসকে সিএনজি না দেওয়ায় অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। এমনকি সঞ্জয় দেবকে সিএনজি নিতে বাধা দেবার মিথ্যা অভিযোগ করে সজল দেব তার ভাই সঞ্জয় দেব সহ আরো কয়েকজন মোটর স্ট্যান্ডস্থিত সংগঠনের কার্য্যালয়ে ভাংচুর করেন।

সংগঠনের কার্য্যালয় ভাঙ্গতে বাঁধা দেওয়ায় কয়েকজন অটো রিক্সা শ্রমিকও এই হামলায় কমবেশি আহত হয়।এদিকে এই ভাংচুরের খবর পেয়ে সংগঠনের জেলা সম্পাদক রাজু দাস, সজল দেবনাথ সহ কয়েকজন রাতে সজল দেবের আমবাগান বাড়িতে যায় ভাংচুরের কারণ জানতে। সে সময় সজল দেব সহ তার ভাইয়েরা তাদের উপর হামলা করে এবং তাদের একটি ওয়াগনার গাড়ি ভাংচুর করে। এই খবর অন্যান্য শ্রমিকদের কাছে পৌঁছালে তারাও সদলবলে আমবাগানে সজল দেবের বাড়িতে আসে। সজল দেবের অভিযোগ রাজু দাসের নেতৃত্বে পরিকল্পিতভাবেই তার বাড়িতে হামলা করে।

তাদের হামলায় সজল দেবের বৃদ্ধা মা, তার ভাই ঝি এবং ভাই গুরুতরভাবে আহত হয়। তাদের তড়িঘড়ি বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে সজল দেবের ভাই এবং এক ভাইঝিকে আগরতলায় রেফার করা হয়। যদিও হামলার অভিযোগ অস্বীকার করে রাজু দাস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এই ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন নবাদল বণিক সহ তার অনুগামীরা। হাসপাতাল থেকে সজল দেবের বাড়িতে ও আসেন তিনি।

ততক্ষণে খবর পৌছে যায় দলীয় কাজে আগরতলায় অবস্থান করা বিধায়ক সুশান্ত দেবের কাছে। তিনিও তড়িঘড়ি ছুটে এসে সজল দেবের বাড়িতে। বিধায়ক আসার পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়। ততক্ষণে শীত ঘুম ভেঙে মাঠে নামে বিশালগড় থানার পুলিশও। রাতের ঘটনার জের ধরে সকালে বিশালগড়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধারে গিয়ে আক্রান্ত পরিবার, আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৯ জানুয়ারি।। নিখোঁজ নাবালিকাকে ফিরিয়ে আনতে গেলে মেয়ের পরিবারের উপর আঘাত করল ছেলের বাড়ির সদস্যরা। এতে আহত হয়েছেন তিনজন।

ঘটনার বিবরনে প্রকাশ, গত ৬ জানুয়ারি খোয়াই চেবড়ি এলাকার বাসিন্দা গোপাল দাস"র নাবালিকা কন্যা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়। পরদিন ৭ জানুয়ারি নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে খোয়াই মহিলা থানায় নিখোঁজ ডাইরি করা হয়। পড়ে নাবালিকার পরিবার জানতে পারে মেয়েটিকে কমলপুর থানাধীন কার্তিকগ্রাম এলাকায় নিয়ে আসা হয়েছে। তারা ৮ জানুয়ারি পুলিশ নিয়ে কার্তিকগ্রাম গেলে মেয়ে আছে বলে স্বীকার করতে চায়নি। বাধ্য হয়ে তারা ফিরে যায়। এদিকে আজ মেয়ের বাবা গোপাল দাস, মা গীতা দাস ও ভাই বিজয় দাস কার্তিকগ্রাম যায়। তারা গিয়ে দেখে তাদের মেয়েকে ভরত শতনামি (পিতা রঞ্জিত শতনামি)"র সাথে বিবাহ দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। তখন মেয়ের অভিবাবক জানায় তারা এখন মেয়েকে নিয়ে যাবে। পড়ে প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিবাহ দেবে।

এই নিয়ে দুপক্ষে কথা কাটাকাটি হলে ছেলের পক্ষ মেয়ের পক্ষের উপর হামলে পড়ে বলে অভিযোগ। তাদের আক্রমণে গোপাল দাস, তার স্ত্রী গীতা দাস ও ছেলে বিজয় দাস "র উপর লাঠি নিয়ে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ চালায়।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনী মদের কারখানায় পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৯ জানুয়ারি।। বেআইনী মদের বিরুদ্ধে ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরে পুলিশী অভিযান জোরদার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে কৈলাসহরের ছনতৈল এবং চা-বাগিচা এলাকায় জেলা পুলিশ প্রশাসনের নির্দেশে পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ এক অভিযান চালায়। সংশ্লিষ্ট এলাকায় দু"টি মদের বে-আইনী কারখানা গুড়িয়ে দেয় পুলিশ। সবমিলিয়ে প্রায় সাত হাজার লিটার অবৈধ মদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অবৈধ ঠেক এর সঙ্গে যুক্তরা পালিয়ে যায়। ফলে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

সাম্প্রতিককালে মাতাল ও মদের বাড়বাড়ন্তে উদ্বেগ দেখা দেয় স্থানীয়দের মধ্যে। আজকের এই পুলিশী অভিযানের ফলে কিছুটা হলেও স্বস্তি এসেছে বৈকি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গণমুক্তি পরিষদের রাজভবন অভিযান নিয়ে কটাক্ষ বিজেপির

বামেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯জানুয়ারি।। গনমুক্তি পরিষদ সহ অন্যান্য বামপন্থী গনসংগঠনের ডাকে ১১ই জানুয়ারি রাজভবন অভিযানকে, সিপিআইএমের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই বলে আখ্যায়িত করে সাংবাদিক সম্মেলনে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি শংকর রায়। এই লড়াইজনজাতিদের স্বার্থে নয় বলে দাবি করলেন বিজেপি নেতৃত্ব। বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ জেলা বিলোনিয়া বিজেপি কার্য্যালয় অটল ভবনে আয়োজিত হয় সাংবাদিক সম্মেলন। সম্মেলনে বিজেপি দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি শংকর রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি থায়ু মগ, মোর্চার রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক উপেন্দ্র দেববর্মা, দক্ষিণ পিলাক জেলার জনজাতি মোর্চার সভাপতি নিরঞ্জন ত্রিপুরা, এছাড়া ছিলেন জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির আইটি ইনচার্জ।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা বিজেপি কমিটির সভাপতি শংকর রায় বলেন, জনজাতি এই নামটা বিজেপির দেওয়া, বাম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অভিযোগে আন্দোলনে নামবে এসএফআই ও টিএসইউ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বিজেপি সরকারের আমলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা উন্নতির পথে। সরকারি বিদ্যালয়ে কমছে পড়ুয়ার সংখ্যা। তার জন্য একমাত্র পরিকাঠামোর অভাবই দায়ী। সরকারি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর অভাবের কারণে পড়ুয়ারা বাধ্য হয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। এমনই দাবি করেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সন্দীপন দেব। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার অভিযোগে আগামী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১৬ই যুব কংগ্রেসের কনভেশন রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। আগামী ১৬ জানুয়ারি ত্রিপুরায় সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের উত্তর পূর্বাঞ্চল যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই কনভেনশনে উপস্থিত থাকবে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের সভাপতি উদয় ভানু চিব সহ অন্যান্যরা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন সহকারী ইনচার্জ জিসান আহমেদ।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে সহকারী ইনচার্জ জিসান আহমেদ বলেন, আগামী ১৬ জানুয়ারী ওই কনভেনশনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যুব কংগ্রেসের সাংগঠনিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে।

ওই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা বলেন, আগামী ১৬ জানুয়ারি ত্রিপুরায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত রেলওয়ের হকার কর্মীরা প্রতিবাদে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত রেলওয়ের হকার কর্মীরা। তাই বিভিন্ন সমস্যার বিষয় নিয়ে আজ আরপিএফ -এর কমিশনারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করে মজদুর মনিটরিং সেল অনুমোদিত ত্রিপুরা রেলওয়ে হকার কর্মী এসোসিয়েশন।

এদিন এক হকার বলেন, রেলওয়ে স্টেশন বা রেলে হকারী করে তাদের দিনযাপন করছেন তাঁরা। তাতে তাদের প্রত্যেকদিন প্রায় ৪০০ টাকা রোজগার হয়। বিনা টিকিটেই তারা প্ল্যাটফর্মে ঢুকে এবং রেলে উঠে হকারী করেন। এর জন্য আগে তাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পরকীয়ার জেরে মাতৃহারা হল ৩ বছরের শিশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি।। পরকীয়ার জেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে এক গৃহবধূ। ওই ঘটনায় বাইখোড়ার লতুয়াটিলা এলাকায় মৃতার পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরবর্তী সময়ে প্রেমিকের বিরুদ্ধে মৃতার স্বামী থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আজ সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার লতুয়াটিলা এলাকার বাসিন্দা কমল বিশ্বাস তার সহধর্মীনি ঝর্না দাস বিশ্বাসকে নিয়ে বেশ ভালোভাবে দিন কাটাচ্ছিলেন। বর্তমানে তিন বছরের শিশু সন্তান রয়েছে। এরই মধ্যে কমল বিশ্বাসের সুখের সংসারে কাল হয়ে প্রবেশ করলো শঙ্করপুরের বাসিন্দা সুমন গোপ।

আরও জানা যায়, সুমন গোপ ভাইয়ের পরিচয় দিয়ে প্রতিনিয়ত কমল বিশ্বাসের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতো। এতে করে সুমন গোপের সাথে পরকীয়ায় জরিয়ে পরলো ঝর্না দাস বিশ্বাস। সুমন গোপ প্রতিনিয়ত বাড়ীর একাকৃতিত্বে ঝর্না দাস বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতে আসতো বলে পরিবারের লোকজনের অভিযোগ। পরবর্তী সময় পরকীয়ার জেরে আত্মহত্যার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা, ১০ জানুয়ারি,২০২৫ ইং
২৫ পৌষ, শুক্রবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কৃষকদের দাবি নিয়া উদাসীন

কৃষক আন্দোলনে আবারও মৃত্যু। এবার বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হইলেন এক কৃষক। মৃত কৃষক পঞ্জাবের তরণ তারন জেলার পাহুবিন্দের বাসিন্দা। এদিন আন্দোলন চলাকালীন বিষ খেয়ে নেন তিনি। সঙ্গী আন্দোলনকারী কৃষকরা দ্রুত তাঁহাকে পাটিয়ালার রাজেন্দ্র হাসপাতালে নিয়া গেলে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। এদিন শম্ভু সীমানায় আন্দোলনরত সতীর্থদের সঙ্গে ছিলেন ৫৫ বছরের ওই কৃষক। সেখানেই আচমকা সঙ্গে আনা বিষ খেয়ে নেন তিনি। আন্দোলনকারী আর এক কৃষক তেজবীর সিংয়ের অভিযোগ, কেন্দ্রের উপর ক্ষোভ থেকেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়াছেন ওই কৃষক।উল্লেখ্য, গত ১৮ ডিসেম্বর শম্ভু সীমানাতেই আত্মহত্যা করিয়াছিলেন আরও এক কৃষক। তাহার পর আবারও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটিল। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, কৃষিঋণ মকুব, পেনশনের ব্যবস্থা এবং বিদ্যুতের বিল না-বাড়ানোর মতো বেশ কয়েকটি দাবি নিয়া দীর্ঘ দিন ধরিয়া আন্দোলন চালাইতেছেন কৃষকরা। গত বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লি সংলগ্ন পঞ্জাব ও হরিয়ানার শম্ভু ও খানাউড়ি সীমানায় অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা। কেন্দ্র দাবি না মেটানো পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলন চলিবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন কৃষকরা।

২০২০ সালে ভারতের কৃষকরা তিনটি কৃষি আইনের বিরোধিতায় দিল্লির সীমানায় ব্যাপক আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এই আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরিয়া চলে এবং সারা দেশের মানুষের মন জুড়িয়া দখল করিয়া নিয়াছিল।কেন্দ্র সরকার তিনটি নতুন কৃষি আইন পাস করিয়াছিল। কৃষকদের দাবি, এই আইনগুলি তাহাদের পক্ষে ক্ষতিকর এবং বড় বড় কোম্পানিদের হাতে কৃষি ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যাইবে। কৃষকরা ভয় পাইয়াছিলেন যে, এই আইনগুলির ফলে তাহাদের ফসলের মূল্য নির্ধারণে তাহাদের কোনো ক্ষমতা থাকিবে না এবং বড় কোম্পানিগুলি তাহাদের ফসল যে দামে চাইবে, সেই দামেই কিনিতে বাধ্য

হইবে।কৃষকরা মনে করিতেন যে, এই আইনগুলি মণ্ডি ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিয়া দিবে এবং তাহাদের ফসল বিক্রয়ের জন্য সরাসরি বড় কোম্পানিগুলির উপর নির্ভরশীল করিয়া তুলিবে।কৃষকরা দিল্লির সীমানায় বহু মাস ধরিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কঠোর শীত, বৃষ্টি এবং গরম সহ্য করিয়াছিলেন।

এই আন্দোলন সারা দেশে সমর্থন পাইয়াছিল। শিক্ষার্থী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, এবং সাধারণ মানুষ সকলেই কৃষকদের পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। এই আন্দোলন আন্তর্জাতিক মিডিয়ায়ও ব্যাপক প্রচার পাইয়াছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ ভারতীয় কৃষকদের সমর্থনে সোচ্চার হইয়াছিল।

কৃষকদের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে, কেন্দ্র সরকার বাধ্য হইয়াছিলয়ে তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করিয়া নিতে।এই আন্দোলন ভারতের কৃষি ব্যবস্থা এবং কৃষকদের জীবনযাত্রার উপর গভীর প্রভাব ফেলিয়াছে। এই আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকরা তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য কীভাবে সংগ্রাম করিতে হয়, তাহা প্রমাণ করিয়াছেন।

নাবালিকা-ধর্ষণ, দুই অভিযুক্তকে চিরাং জেলা আদালতের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

চিরাং (অসম), ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ১৭ বছরের নাবালিকাকে সংঘবদ্ধভাবে ধর্ষণের দায়ে দুই অভিযুক্তকে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন চিরাং জেলা ও দায়রা আদালত। রতন কিস্কু এবং থমাস কিস্কু নামের দুই অভিযুক্তকে 'যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের সুরক্ষা আইন ২০১২' (পোকসো)-এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। বুধবার তাদের সাজা ঘোষণা করেছেন বিশেষ জেলা জজ।

ঘটনাটি ২০২৩ সালের মার্চ মাসে সিঁদলি থানার অন্তর্গত গরুভাষা পুলিশ ফাঁড়ি এলাকায় ঘটেছিল। বুধবার জেলা ও দায়রা আদালত পোকসো আইনের অধীনে তাদের ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা দেওয়ার পাশাপাশি উভয়কে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে। জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত দু বছরের কারাদণ্ড হবে বলে ঘোষণা করেছেন আদালত।

ভুবনেশ্বরে প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী , অংশ নিচ্ছেন ৭০টি দেশের প্রতিনিধিরা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ওডিশার রাজধানী ভুবনেশ্বরে ১৮তম প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। এই সময় প্রধান অতিথি ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন কার্লা কাঙ্গালু সম্মেলনে ভার্চুয়াল ভাষণ দেবেন। এ বছর সম্মেলনের থিম "বিকাশিত ভারতে বিদেশি ভারতীয়দের অবদান"। ৭০টি দেশের প্রতিনিধিরা কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পৌঁছেছেন। ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠানের সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।

এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রবাসীদের জন্য বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফ করবেন। ভারতীয় প্রবাসীদের এই বিশেষ ট্যুরিস্ট ট্রেনটি দিল্লির নিজামুদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন থেকে চলবে এবং তিন সপ্তাহ ধরে অনেক পর্যটন ও ধর্মীয় স্থানে যাবে। এটি বিদেশ মন্ত্রকের বিদেশী তীর্থস্থান দর্শন প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

চারটি প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে রয়েছে রামায়ণের উত্তরাধিকার, প্রযুক্তি এবং বিকশিত ভারতে প্রবাসীদের অবদান, মান্ডভি থেকে মাস্কাট পর্যন্ত ভারতীয় প্রবাসীদের উন্নয়ন এবং ওডিশার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

৮ জানুয়ারি যুব প্রবাসী ভারতীয় দিবস থেকে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এতে অংশ নেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এই সম্মেলন চলবে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এর সমাপনী অধিবেশনে যোগ দেবেন এবং প্রবাসী ভারতীয় পুরস্কার প্রদান করবেন।

ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন রাজধানীর একাধিক এলাকা, উদ্বিগ্ন দিল্লির বাসিন্দারা

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): বিগত মাস থেকেই দেশের জাতীয় রাজধানীর বাতাসের গুণগতমান ক্রমশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন দিল্লি। বৃহস্পতিবারও তার বিশেষ ব্যতিক্রম নেই। এদিন সকালেও কুয়াশা ও ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল দিল্লির একাধিক এলাকা। এদিন দিল্লির বাতাসকে 'খুব খারাপ' পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৩০২।

এদিন সকালে দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, কালকাজি, লোধি রোড-সহ একাধিক এলাকা ঘন কুয়াশায় ঢেকে ছিল। দৃশ্যমানতা ছিল খুবই কম। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দেশের জাতীয় রাজধানীর বাসিন্দারা।

রাধাকৃষ্ণাণ, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ

পিন্টু সান্যাল

উপনিষদ বিশ্বের প্রাচীনতম এবং গভীরতম দার্শনিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে একটি। এটি ভারতীয় দর্শনের মর্মবাণীকে তুলে ধরে এবং আধ্যাত্মিক চিন্তার ক্ষেত্রে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। উপনিষদের শিক্ষাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে এবং এর গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, এবং ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি, যার জীবন ও কর্মের মাধ্যমে উপনিষদের শিক্ষা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।

রাধাকৃষ্ণণ ১৮৮৮ সালে তামিলনাড়ুর একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজ খ্রিস্টান কলেজ থেকে পড়াশোনা করেন এবং পরবর্তীতে দর্শনশাস্ত্রে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। যদিও তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা পাশ্চাত্য দর্শনে কেন্দ্রীভূত ছিল, তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন উপনিষদের শিক্ষায়। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় দার্শনিক গ্রন্থগুলিতে জ্ঞানের এমন গভীরতা রয়েছে যা সমগ্র মানবজাতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তিনি উপনিষদকে শুধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে দেখেননি, বরং একে একটি সর্বজনীন এবং মানবিক আধ্যাত্মিক দর্শন হিসেবে তুলে ধরেছিলেন।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের মূল দর্শন এবং তার গুরুত্বকে শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের কাছেও তা পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি উপনিষদের শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তিনি তার লেখায় এবং বক্তৃতায় উপনিষদের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, যা দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। রাধাকৃষ্ণণ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি উপনিষদের মূল শিক্ষা, যেমন আত্মার ধারণা (আত্মন) এবং সর্বশক্তিমানের ধারণা (ব্রহ্ম), দার্শনিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিভাবে এই শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাসঙ্গিক।

রাধাকৃষ্ণণ ১৯৩৬ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্পাল্ডিং প্রফেসর অব ইস্টার্ন রিলিজিয়নস অ্যান্ড এথিক্স পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখানে তিনি উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তৃতা দেন। এই সময়ে তিনি উপনিষদের শিক্ষা সম্পর্কে পশ্চিমা বিশ্বের শিক্ষাবিদদের কাছে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

রাধাকৃষ্ণণ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শন নিয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি উপনিষদের গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করে মার্কিন শিক্ষাবিদ ও ছাত্রদের মধ্যে ভারতীয় দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

রাধাকৃষ্ণণ ১৯৪৮ সালে ইউনেস্কোতে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন। এখানে তিনি উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শনের সার্বজনীনতার ওপর জোর দেন এবং বিশ্বশান্তি ও সমঝোতার জন্য এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেন।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদ এবং ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্যারিস ও জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বক্তব্য রাখেন। তিনি এখানে উপনিষদের শিক্ষা ও মানবতার সার্বিক উন্নয়নের জন্য তার গুরুত্ব তুলে ধরেন।

রাধাকৃষ্ণণের বিশেষত্ব ছিল তাঁর গভীর দার্শনিক দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা। তিনি উপনিষদের জটিল এবং গভীর বিষয়গুলোকে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যা সাধারণ মানুষের জন্য সহজবোধ্য এবং বোধ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর মতে, উপনিষদের মূল শিক্ষা হলো মনুষ্যত্বের উন্নতি এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের শিক্ষায় মানবজাতির জন্য চিরন্তন সত্য এবং নৈতিকতার মূল শিক্ষা রয়েছে, যা সর্বজনীন এবং প্রাসঙ্গিক। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষত "ইন্ডিয়ান ফিলসফি" এবং "দ্য প্রিন্সিপাল উপনিষদস" গ্রন্থে, উপনিষদের শিক্ষাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং এগুলোর গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। তাঁর এই রচনাগুলো উপনিষদের জ্ঞানের আলোকে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা পশ্চিমা বিশ্বের দার্শনিকদের মধ্যেও বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের জীবন ও কাজ উপনিষদের শিক্ষাকে বিশ্বব্যাপী প্রসারিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি উপনিষদের গভীর দার্শনিক জ্ঞানকে সার্বজনীন করে তুলেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে এটি কেবল ভারতীয়দের জন্য নয়, বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য মূল্যবান। তাঁর প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ, উপনিষদ আজও বিশ্বব্যাপী অধ্যয়ন এবং প্রশংসার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদ সম্পর্কে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের মধ্যে প্রচলিত ভ্রান্তি দূর করতে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮শ ও ১৯শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদরা উপনিষদকে প্রায়শই একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে বিচার করতেন, যেখানে তারা প্রাচ্যতত্ত্বের (Orientalism) দৃষ্টিকোণ থেকে উপনিষদের জ্ঞানকে অবমূল্যায়ন করতেন। তারা উপনিষদের গভীর দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে প্রায়শই অতিপ্রাকৃত বা অবৈজ্ঞানিক বলে মনে করতেন।

রাধাকৃষ্ণণ এই ভুল ধারণাগুলোকে সংশোধন করতে উদ্যোগী হন। তিনি তাঁর গ্রন্থ এবং বক্তৃতার মাধ্যমে উপনিষদের গভীর দার্শনিক দিকগুলোকে ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের সামনে উপস্থাপন করেন। তিনি যুক্তি দেন যে উপনিষদের শিক্ষা কেবল আধ্যাত্মিক নয়, বরং এটি মনোবিজ্ঞান, নৈতিকতা, এবং জীবনের সার্বিক দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করে। রাধাকৃষ্ণণ দেখান যে উপনিষদে বর্ণিত আত্মা ও সর্বশক্তিমানের সম্পর্ক একেবারেই যুক্তিসম্মত এবং তা মানুষের জীবনের গভীরতম প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে সক্ষম। তাঁর এই প্রচেষ্টা ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের উপনিষদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করতে সহায়ক হয় এবং উপনিষদের গুরুত্ব বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠা পায়। রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদকে কেবল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ হিসেবে নয়, বরং মানবতার সার্বিক কল্যাণের জন্য একটি দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তাঁর মতে, উপনিষদ সর্বধর্মসমন্বয়ের একটি শক্তিশালী ভিত্তি প্রদান করতে পারে এবং বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তাঁর গ্রন্থ The Principal Upanishads এ তিনি উপনিষদের এই দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং এর প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরেছেন। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের মূল শিক্ষা হলো একত্বের ধারণা, যা "আত্মা" (আত্মন) এবং "ব্রহ্ম" (সর্বশক্তিমান) এর মধ্যে সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। তাঁর মতে, এই শিক্ষা কেবল একটি নির্দিষ্ট ধর্ম বা সম্প্রদায়ের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাসঙ্গিক। উপনিষদে বলা হয়েছে, " " (সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম) অর্থাৎ, "এই সমস্তই ব্রহ্ম"। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে সমগ্র সৃষ্টিই এক এবং অভিন্ন। এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবজাতির মধ্যে বিভাজনের পরিবর্তে একত্ব ও ঐক্যের বোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হতে পারে।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের এই একত্বের দৃষ্টিভঙ্গিকে সর্বোপাসনা সমন্বয়ের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি হিসেবে দেখেছেন। তাঁর মতে, উপনিষদের এই শিক্ষা বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সাধারণ মূল্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে সহায়ক হতে পারে। উপনিষদে উল্লেখ করা হয়েছে যে "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (একই সত্যকে জ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন)। এটি বিভিন্ন উপাসনার মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ তাঁর 'Hindu view of life' বইতে বলেছেন "That the Hindu solution of the problem of the conflict of religions is likely to be accepted in the future seems to me to be fairly certain" এখানে 'Hindu Solution' বলতে হিন্দু জীবন পদ্ধতির দিকেই নির্দেশ করেছেন যার দার্শনিক ভিত্তি 'উপনিষদ'। রাধাকৃষ্ণণ মনে করতেন, যদি বিভিন্ন উপাসনার মানুষ উপনিষদের এই সার্বজনীন সত্যকে গ্রহণ করেন, তবে তা ধর্মীয় সংঘাত ও বিভেদের অবসান ঘটাতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের এই শিক্ষা উপাসনা পদ্ধতির পারস্পরিক সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সর্ব উপাসনা সমন্বয়ের জন্য একটি আদর্শ ভিত্তি প্রদান করতে পারে। তিনি নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছিলেন যে বিশ্বের সমস্ত পরবর্তী দার্শনিক মতগুলি নিজেদের উপনিষদের বলিষ্ঠ যুক্তির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সচেষ্ট হয়েছিল - "Later Systems of philosophy display an almost pathetic anxiety to accommodate their doctrines to the views of the Upanishads– even if they can not father them all on themƒEvery revival of idealism in India has traced its ancestry to the teaching of the Upanishads."।

রাধাকৃষ্ণণ উপনিষদের শিক্ষা দ্বারা বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধানেরও পথ দেখতে পেয়েছিলেন। আজকের বিশ্বে জাতীয়তা, বর্ণবাদ, অর্থনৈতিক বৈষম্য, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি সমস্যাগুলো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের মতে, উপনিষদের শিক্ষা এই সমস্যাগুলোর সমাধানে সহায়ক হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদের শিক্ষা বৈশ্বিক সংঘাতের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা প্রদান করতে পারে। অহিংসা এবং সহনশীলতা বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি হতে পারে। উপনিষদের এই শিক্ষা বিশ্বজুড়ে সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি ও সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তুলতে সহায়ক হতে পারে। উপরন্তু, উপনিষদে যে ব্রহ্ম ও আত্মার সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে, তা মানুষের মধ্যে সাম্য ও ন্যায়বিচারের বোধ জাগ্রত করতে সহায়ক হতে পারে। রাধাকৃষ্ণণ মনে করতেন যে যদি মানুষ উপনিষদের এই শিক্ষা অনুসরণ করে, তবে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বর্ণবৈষম্য এবং জাতিগত সংঘাতের অবসান ঘটতে পারে। উপনিষদ মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি এবং সহমর্মিতার বোধ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম, যা বৈশ্বিক সমস্যাগুলোর সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। "The Philosophy of Upanishads" গ্রন্থে তিনি এই বিষয়গুলোকে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, যা আজও সমান প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ। রাধাকৃষ্ণণের মতে, ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনেও উপনিষদের শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে উপনিষদে অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধগুলি জাতির মানসিক ও নৈতিক পুনর্গঠনে সহায়ক হতে পারে। উপনিষদের শিক্ষাগুলি ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে সাম্য, ন্যায়, এবং নৈতিকতার বোধ জাগ্রত করতে পারে রাধাকৃষ্ণণ মনে করতেন যে উপনিষদের শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সমাজ আত্ম- উপলব্ধি ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নীত হতে পারে, যা সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করতে সহায়ক হবে। তিনি উপনিষদের অহিংসা, সত্য এবং ধৈর্যের শিক্ষাকে জাতীয় চরিত্র গঠনের জন্য অপরিহার্য মনে করতেন। উপনিষদের এই সার্বজনীন মূল্যবোধগুলি নতুন প্রজন্মের মধ্যে জাতীয়তাবোধ, নৈতিকতা, এবং আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে, যা ভারতবর্ষের পুনরুজ্জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৬ বার ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন আর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ১১ বার মনোনয়ন পেয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য ডঃ রাধাকৃষ্ণণের সাহিত্য 'প্রস্থানাত্রয়ী' অর্থাৎ 'ভগবদ্গীতা' , 'ব্রহ্মসূত্র' ও 'উপনিষদ'-এর অনুবাদ,ব্যাখা ও বর্তমান বিশ্বে তাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়েই ছিল অর্থাৎ ভারতীয় শাস্ত্রের সাহিত্যিক গুণকেও বিশ্বের দরবারে স্বীকৃতি দানে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অন্য আর এক নোবেলজয়ী সাহিত্যিক উপনিষদের গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে একমত। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'। 'The Philosophy of Upanishads' এর প্রস্তাবনায় কবিগুরু লিখছেন "I feel strongly that this– for us– is the teaching of the Upaniads– and that this teaching is very much needed in the present age for those who boast of the freedom enjoyed by their nations– using that freedom for building up a dark world of spiritual blindness– where the passions of greed and hatred are allowed to roam unchecked– having for their allies deceitful diplomacy and a wideéŸespread propaganda of falsehood– where the soul remains caged and the self battens upon the decaying flesh of its victims."

ভারতে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত

মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি তাঁর গুরু স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্রহ্মচারের জীবনকে অবলম্বন করেছিলেন এবং জনগণের সেবা করবার ব্রত গ্রহণ করে জীবন কাটিয়েছিলেন। জন্ম ১৫ ডিসেম্বর ১৯০০ সাল, পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের গোপালপুরে। প্রয়াণ ৪ ঠা জুন ১৯৮৩ সাল, মহিষাদল, পূর্ব মেদিনীপুরে। বীর বিপ্লবী মেদিনীপুর তথা ভারত বর্ষের বীর ! বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্তের ১২২ তম জন্মজয়ন্তী।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন" এ উত্তপ্ত গোটা ভারত। ব্রিটিশদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। এমনই এক কঠিন সময়। যে সময়ের প্রাক্কালেও দাঁড়িয়ে তাম্রলিপ্ত বা বর্তমান তমলুক- এর মাটিতে দেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গড়ে তুললেন বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত। ১৯৪২ সালের ১৭ ডিসেম্বর গঠিত হয় এই সরকার। "তাগুলিপ্ত জাতীয় সরকার " নামে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর গঠিত নিজস্ব সরকার। গোটা ভারতবর্ষের কেউ যেখানে কোনো অস্থায়ী সরকার গড়তে পারেন নি সেখানে তিনি অখণ্ড মেদিনীপুর জেলা থেকেই গঠন করেছিলেন একটি অস্থায়ী সরকার। এই সরকারের অস্তিত্বে ছিল ১৯৪৪ এক সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। --এই সরকারের বিভিন্ন বাহিনী গঠিত হয়। এই জাতীয় সরকার সে সময় এর পৃথক শাসনব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। আইন শৃঙ্খলা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিচার, কৃষি, প্রচার, সমর ইত্যাদি নবিভাগে পৃথক পৃথক সচিব নিয়োগ বাকরা হয়েছিল। সবার উপরে ছিলেন সর্বাধিনায়ক বিপ্লবী সতীশচন্দ্র সামন্ত। অর্থসচিব ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন সুশীলকুমার ধাঁড়া, বিচার বিভাগীয় প্রধান প্রফুল্ল কুমার বসু, খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন সতীশচন্দ্র সাহু, প্রচারের দায়িত্বে ছিলেন প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক। তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার" এর মুখপত্র ছিল "বিপ্লবী "পত্রিকা। দেশ রক্ষার জন্য তৈরি করা হয় বিদ্যুৎ বাহিনী ও ভগিনী সেনা। সতীশচন্দ্র সামন্ত প্রতিটি থানায় একজন করে থানা অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। তমলুক থানার দায়িত্ব দেওয়া হয় বিখ্যাত বিজ্ঞানী মণি ভৌমিকের পিতা গুণধর ভৌমিককে। সুতাহাটা থানার দায়িত্ব দেওয়া হয় জনার্দন হাজরাকে, মহিষাদলের দায়িত্ব দেওয়া হয় নীলমণি হাজরাকে ও নন্দীগ্রাম থানার দায়িত্ব দেওয়া হয় কুঞ্জবিহারী ভক্ত দাসকে। ব্রিটিশদের নাকের ডোগার আড়ালে গোপনে চলতো এই সরকার। সতীশচন্দ্র সামন্তের নেতৃত্বে নারকেলদহ গ্রামে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এক গোপন বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের মাধ্যমেই ব্রিটিশ শাসন অস্বীকার করে এই স্বাধীন সরকারটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সফলভাবে কাজ করেছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার। ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ত্রাণকার্য, বিদ্যালয় অনুদান প্রদান ও বিদ্যুৎ বাহিনী নামে একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন ছিল এই সরকারের প্রধান উল্লেখযোগ্য কীর্তি। মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ৪২-এর বিপ্লব চলছে দেশে। ১৯৪২-এর ৮ সেপ্টেম্বর জনৈক মিল মালিক খাদ্যশস্য পাচার করার চেষ্টা করলে

গ্রামের মানুষের সঙ্গে শুরু হয় সংঘর্ষ। এরপর তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, ভগবানপুর অঞ্চলের সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে দেন বিপ্লবীরা। "৪২-এর ২৯ ও ৩০ সেপ্টেম্বর অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সামন্ত ও সুশীল ধাড়া এই তিন বিপ্লবীর নেতৃত্বে মেদিনীপুরের চারটি থানা দখলের অভিযান শুরু হলো। বিনা রক্তপাতে সুতাহাটা থানার পুলিশ আত্মসমর্পণ করলে এই থানাটি বিপ্লবীদের দখলে এলো। রক্ত ঝরিয়ে তমলুক, মহিষাদল, ও নন্দীগ্রাম অন্য তিনটি থানাও কব্জায় চলে এলো। কিন্তু পুলিশের গুলিতে জাতীয় পতাকা বুকে নিয়ে ঘটনাস্থলেই শহিদ হলেন বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা। কিন্তু ব্রিটিশের দখলমুক্ত তমলুক এলাকা থেকে নেমে গেল ব্রিটিশের ইউনিয়ন জ্যাক। এর প্রতিক্রিয়া ঘটলো ১৯৪২-এর ১৬ অক্টোবর। দিনটা ছিল দুর্গাপুজোর সপ্তমী। ওই দিন তমলুক মহকুমা জুড়ে শুরু হলো তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। শুরু হলো বন্যা। বন্যায় সাধারণ মানুষের প্রায় যথাসর্বস্ব ভেসে গেল। পুজোর আনন্দ পরিণত হলো নিদারণ বিভীষিকায়।

কিন্তু দেশের ব্রিটিশ সরকারের তরফে বন্যাদুর্গতদের কাছে পৌঁছলো না কোনো সাহায্য। বরং তার বদলে ব্রিটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনী গ্রামের মানুষের ওপর চরম নির্যাতন চালালো। মেয়েদের শ্লীলতাহানিও ঘটলো। আসলে চারটি থানা দখল অভিযানের প্রতিশোধ নিতেই ব্রিটিশ সরকার এই অত্যাচার চালিয়েছিল।

এই দু: খের দিনে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ ডিসেম্বর বিপ্লবীরা তমলুকের নারকেল গ্রামে গড়ে তুলনেন 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার।' উদ্দেশ্য: বন্যাদুর্গত অসহায় মানুষদের পুনর্বাসন, ব্রিটিশের অত্যাচারের অবসান এবং তমলুক মহকুমায় শান্তি প্রতিষ্ঠা। গঠিত হলো জাতীয় সরকারের একটি মন্ত্রিসভা: ১) সতীশচন্দ্র সামন্ত: সর্বাধিনায়ক, পররাষ্ট্র ও সামরিক দপ্তর ২) অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়: অর্থ দপ্তর ৩) সুশীল কুমার ধাড়া: দেশ রক্ষা ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর ৪) প্রফুল্ল কুমার বসু: বিচার বিভাগ ৫) সতীশচন্দ্র সাহু: খাদ্য দপ্তর ৬) প্রহ্লাদ কুমার প্রামাণিক: প্রচার তাগুলিপ্ত জাতীয় সরকারের মুখপত্র হলো 'বিপ্লবী' পত্রিকা। দেশ রক্ষার জন্য তৈরি হলো বিদ্যুৎ বাহিনী এবং ভগিনী সেনা। প্রতিটি থানায় একজন করে থানা অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত: ১) তমলুক: গুণধর ভৌমিক (বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মণি ভৌমিকের পিতা) ২) সুতাহাটা: জনার্দন হাজরা ৩) মহিষাদল; নীলমণি হাজরা ৪) নন্দীগ্রাম: কুঞ্জবিহারী ভক্ত দাস স্বাধীনতার পর তিন দশকেরও বেশি সময় তিনি থেকেছেন লোকসভার সদস্য। ১৯৫২ সালে প্রথম লোকসভায় তমলুক কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন সতীশচন্দ্র। এরপর ১৯৫৭, ১৯৬২, ১৯৬৭ ও ১৯৭১ সালেও একই কেন্দ্র থেকে পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে দিল্লিতে গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হলেন সতীশচন্দ্র। ১৯৪৭-১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পরিষদের সদস্য ছিলেন। পরে ১৯৫০-১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন সামরিক পার্লামেন্টের সদস্য। তারপর ভারতবর্ষের প্রথম লোকসভা থেকে পঞ্চম লোকসভা (১৯৫২-১৯৭৬ খ্রি:) ছিলেন লোকসভার সদস্য। এই সময়কালে তাঁর উত্থাপিত প্রশ্ন সংখ্যা ২৫ হাজার, প্রবর্তিত বিলের সংখ্যা তিনশো। এরপর যাটের দশকের শেষদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময়ে সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সুশীল ধাড়া কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে গঠন করেন বাংলা কংগ্রেস। তৈরি হলো যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু সতীশচন্দ্র সে সরকারে যোগ দিলেন না।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হলেন সুশীল ধাড়া। এলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শাশ্বতীপ্রসাদ বাগ এবং পরবর্তীকালে ইন্দিরা কংগ্রেসের অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়। কিন্তু যুদ্ধফ্রন্ট বেশিদিন টিকলো না। পরবর্তীকালে তৈরি হলো জনতা দল। মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু জনতা সরকারও টিকলো না। ১৯৮০-তে বিপুল ভোটে জিতে ফের প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধি। সতীশচন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল ইন্দিরার। সতীশচন্দ্রের অন্যতম কীর্তি ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ৮ জুন হলদিয়া বন্দরের সূচনা। সে সময়ের কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী রাজবাহাদুর হলদিয়া বন্দরের নাম রাখতে চেয়েছিলেন 'সতীশচন্দ্র বন্দর।' কিন্তু তা হয়নি। তবে একটি জেটি ও একটি রাস্তার নাম সতীশচন্দ্রের নামে হয়েছে। এছাড়া মহিষাদলে একটি রেলস্টেশনের নাম রাখা হয়েছে 'সতীশ সামন্ত হল্ট।' আর গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম পাল্টে হয়েছে 'সতীশচন্দ্র সামন্ত গ্রাম পঞ্চায়েত।' সতীশচন্দ্র তাঁর রাজনৈতিক গুরু স্বামী 'প্রজ্ঞানানন্দ ভবন' তৈরির জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে মোট ৪ একর ১২ ডেসিমেল জমি এবং এক লক্ষের বেশি টাকা দান করেন। এই ভবনের মধ্যেই রয়েছে পঞ্চায়েত ট্রেনিং সেন্টার, গ্রন্থাগার, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, শরীর চর্চা কেন্দ্র, পাঠচক্র, দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে কমিউনিটি হল দিল্লিব শচন্দ্র। বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহিত করতে সেইসব শাকসবজি তাদের দিতেন। গ্রামে এলে এলাকায় ঘুরতেন। রাস্তায় পায়খানা পড়ে থাকলে লোকজনকে পায়খানার প্লেট কিনে দিয়ে বাড়িতে শৌচাগার তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আজকের স্বচ্ছ ভারতের শুরুটা করেছিলেন সতীশচন্দ্র সামন্ত। দুটি বই লিখেছেন সতীশচন্দ্র, 'টু ইয়ার স্যাশনাল গভর্ণমেন্ট ইনমিদনাপুর' এবং 'মুক্তির গান।' ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুন ব্রিটিশ ভারতে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক সতীশচন্দ্র সামন্ত"র প্রয়াণ ঘটে। মহাত্মা গান্ধির আগমন উপলক্ষে মেদিনীপুরের এক্তার পুরে সতীশচন্দ্র সামন্ত, সুশীল কুমার ধাড়াদের উদ্যোগে যে 'গান্ধিমেলা' শুরু হয়েছিল, মহিষাদলের মানুষের উদ্যোগে তা এখনও অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

সৌজন্যে বার্তা টুডে

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এক দেশ এক নির্বাচন রাষ্ট্রের হিতে আবশ্যক

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা "এক দেশ এক নির্বাচন" সংক্রান্ত উচ্চ পর্যায়ের কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করেছে। আমাদের সরকার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সারা দেশে এটি বাস্তবায়িত করতে চায়। এটি কোনও রাজনৈতিক বিষয় নয়, বরং রাষ্ট্রের জন্য তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। ২০১৫ সালে আইন ও কর্মী বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির প্রতিবেদনেও এটি তুলে ধরা হয়েছিল। নীতি আয়োগ, আইন কমিশন এবং নির্বাচন কমিশনও এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণ থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রীর বেশ কয়েকটি ভাষণেও এই বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছিল। "এক দেশ এক নির্বাচন "-এর সম্ভাবনা বিবেচনা করার জন্য প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দজির পৌরোহিত্যে গঠিত আট সদস্যের কমিটিও এই বিষয়ে সুপারিশ করেছে, যা আমাদের সরকার মেনে নিয়েছে। তবে, ১৯৮৩ সালেই নির্বাচন কমিশন এই প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপন করে, যা তৎকালীন সরকার প্রত্যাখ্যান করে। তারপর ১৯৯৯ সালে, আইন কমিশন এটির পক্ষে পরামর্শ দেয়, যা র পক্ষে সমার্থক সুপারিশ করেছিল ২০০২ সালে বাজপেয়ী সরকার কর্তৃক গঠিত সংবিধান পর্যালোচনা কমিশন বা ভেঙ্কটচালাইয়া কমিটি। এছাড়াও, ২০১৪ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে, যার চূড়ান্ত পরিণতি হল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি কোবিন্দজির নেতৃত্বে আট সদস্যের কমিটির সুপারিশ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন।

এক দেশ এক নির্বাচন কী?

যে কোনও প্রাণবন্ত গণতন্ত্রে নির্বাচন একটি অত্যবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। ভারতের মতো বিশাল দেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা সবসময়ই একটি জটিল বিষয়। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কোনও নির্দিষ্ট সময় নেই। এটি সাংসদ ও বিধায়কদের আস্থাভোট এবং সরকারের অভিপ্রায়ের উপর নির্ভর করে। এ ছাড়া, পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির নির্বাচনও যদি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে মনে হয় যেন দেশ একটি নির্বাচনী চক্রের মধ্যে আটকা পড়েছে। এটি কেবল প্রশাসনিক ও নীতিগত সিদ্ধান্তকেই প্রভাবিত করে না, এর ফলে জাতীয় সম্পদ ও জনসাধারণের অর্থেরও ক্ষতি হয়। নীতিনির্ধারকদের অভিমত হল, তাহলে লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলির নির্বাচন একসঙ্গে কেন করা যাচ্ছে না !

সুতরাং, "এক দেশ এক নির্বাচন" হল লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের একটি ধারণাগত উদ্যোগ। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি দুটি পর্যায়ে নির্বাচন করার সুপারিশ করেছে। প্রথম পর্যায়ে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌরসভা ও পঞ্চায়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এগুলি প্রথম দফার নির্বাচনের সঙ্গে

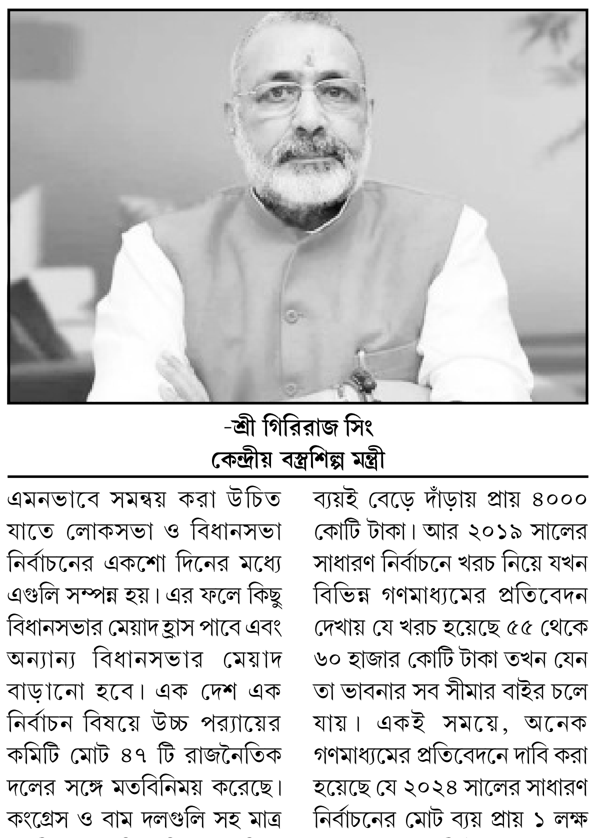

-শ্রী গিরিরাজ সিং
কেন্দ্রীয় বস্ত্রশিল্প মন্ত্রী

এমনভাবে সমন্বয় করা উচিত যাতে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনের একশো দিনের মধ্যে এগুলি সম্পন্ন হয়। এর ফলে কিছু বিধানসভার মেয়াদ হ্রাস পাবে এবং অন্যান্য বিধানসভার মেয়াদ বাড়ানো হবে। এক দেশ এক নির্বাচন বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি মোট ৪৭ টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মতবিনিময় করেছে। কংগ্রেস ও বাম দলগুলি সহ মাত্র ১৫টি দল এর বিরোধিতা করেছিল, যেখানে ৩২টি দল এর পক্ষ্যে তাদের সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, কেন এই এক দেশ এক নির্বাচনের এত প্রয়োজন?

এক দেশ এক নির্বাচন কেন প্রয়োজন?

নির্বাচনের পুনরাবৃত্তির কারণে বারবার আদর্শ আচরণবিধি আরোপ করতে হয়। এটি সরকারকে প্রয়োজনীয় নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেয় এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রকল্পের কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার পরে, ক্ষমতাসীন দল, মন্ত্রী বা সরকারী কর্তৃপক্ষের দ্বারা যে কোনও নিয়োগ প্রক্রিয়া, প্রকল্প ঘোষণা, আর্থিক অনুমোদন বা নতুন প্রকল্প প্রবর্তন ইত্যাদি নিষিদ্ধ। যাতে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দল অতিরিক্ত সুবিধা না পায়। কিন্তু ভারতে ঘন ঘন নির্বাচনহওয়ার কারণে, কখনও কখনও প্রয়োজনীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিও বন্ধ হয়ে পড়ে , যার ফলে উন্নয়নই বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদি দেশে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে আদর্শ আচরণবিধি সর্বোচ্চ তিন মাসের জন্য কার্যকর থাকবে, এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি নিরবচ্ছিন্নভাবে চার বছর নয় মাস ধরে পরিচালিত হতে পারে। তাই দেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক দেশ এক নির্বাচন প্রয়োজন।

এক দেশ এক নির্বাচনের পক্ষে অন্য প্রধান যুক্তি হল যে এটি নির্বাচনের বিশাল ব্যয় হ্রাস করবে এবং জাতীয় কোষাগারের সমৃদ্ধি বাড়াবে।

দিনের পর দিন নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান ব্যয় দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। জানা প্রয়োজন, ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যেখানে মাত্র ১০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল, সেখানে ২০০৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে ১১০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। সেই নির্বাচনী খরচই ২০১৪ সালের নির্বাচনে এই নির্বাচনী ব্যয়ই বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। আর ২০১৯ সালের সাধারণ নির্বাচনে খরচ নিয়ে যখন বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন দেখায় যে খরচ হয়েছে ৫৫ থেকে ৬০ হাজার কোটি টাকা তখন যেন তা ভাবনার সব সীমার বাইর চলে যায়। একই সময়ে, অনেক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের মোট ব্যয় প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার কোটি টাকা, যা সমগ্র বিশ্বের যে কোনও দেশের নির্বাচনী ব্যয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। একটি অনুমান অনুযায়ী, পাঁচ বছরে দেশের লোকসভা, রাজ্য বিধানসভা এবং স্থানীয় সংস্থাগুলির সমস্ত নির্বাচনের মোট খরচ গণনা করা হলে মোট খরচ ২.৫ থেকে ৩ লক্ষ কোটি টাকা হবে। সুতরাং, নির্বাচনী ব্যয় হ্রাস অর্থে হলে এক দেশ, এক নির্বাচনের ধারণাটি সর্বোত্তম। তৃতীয়ত, লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একযোগে করা হলে কালো টাকা দমন করা যাবে এবং দুর্নীতি দমনা সহায়ক হবে। নির্বাচনী সংস্কারের ক্ষেত্রেও এটি একটি কার্যকর পদক্ষেপ হিসাবে প্রমাণিত হবে।

চতুর্থত, এক দেশ এক নির্বাচন কর্মচারীদের মৌলিক কাজকর্মে গতি আনবে ও কাজকর্ম ত্বরান্বিত করবে এবং মানুষের জনজীবনের কাজকর্মেও ব্যবধান কমাতে সহায়ক হবে। জানা যায় যে, আমাদের দেশে নির্বাচন পরিচালনার জন্য শিক্ষক ও সরকারি কর্মচারীদের পরিষেবা নেওয়া হয়, যা তাদের মৌলিক কাজকে প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, নির্বাচন যাতে নিরাপদ থাকে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত উপাদানগুলি যাতে নির্বাচনকে প্রভাবিত না করে তা নিশ্চিত করতে মোট প্রায় দেড় কোটি ভোটকর্মী ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এটি শিক্ষা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং দেশের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজকর্মকেও প্রভাবিত করে। নির্বাচনের কারণে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার সরবরাহ ব্যাহত করে এবং মূল্যস্ফীতি বাড়ায়। এছাড়াও, একের পর এক নির্বাচনী সমাবেশ ও প্রচারণা যানজটের সমস্যা বাড়ায় এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। এই কারণে, মানব সম্পদ ব্যবহার এবং মানুষের জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে একযোগে নির্বাচন অনেক ভাল বিকল্প হবে।

পঞ্চমত, ছোট রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কাছেও বারবার নির্বাচনী প্রচারণা এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সহজ হবে এবং জনসাধারণের সমস্যাগুলিকে সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে সামনে আনতে সক্ষম হবে। নির্বাচনের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ভোটারদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয় এবং এর ফলে ভোটদানের হার কমে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। পাঁচ বছরে একবার একযোগে নির্বাচন হলে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে নির্বাচনে অংশ নেবার আগ্রহ বাড়বে এবং ভোটদানের হার বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ কথা হলো, এক দেশ এক নির্বাচন প্রথবারের মতো কোনো অপরীক্ষিত ব্যাপার নয় যে এর বিরোধিতা করতে হবে, দেশের প্রথম চারটি নির্বাচনে এই ধরনের অনুশীলন করা হয়েছে। অতএব, যে দলগুলি এর কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ বা বিরোধিতা করছে তাদের অবশ্যই ১৯৫২,১৯৫৭,১৯৬২ এবং ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনের কথা মনে রাখতে হবে, যেখানে লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন একযোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সম্প্রতি ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি যখন ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, সিকিম এবং অরুণাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছিল, তখন বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তা কেন হতে পারবে না?

সামনের পথ

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত এখন যে একটি নির্বাচনী চক্রব্যূহের মধ্যে আটকা পড়েছে বলে মনে হচ্ছে - এ নিয়ে কোনো দ্বিতীয় মত নেই। অতএব, দেশকে নির্বাচনী গোলকধাঁধা থেকে বের করে আনার জন্য একটি ব্যাপক নির্বাচনী সংস্কার অভিযান প্রয়োজন। এর জন্য আমাদের সরকার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে, যেমন জন প্রতিনিধিত্ব আইনের ধারা হালনাগাদ করা, কালো টাকার প্রভাব দমন করা, রাজনীতির অপরাধীকরণের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা, গঠনমূলক অবিশ্বাস ও গঠনমূলক বিরোধিতার অনুশীলনকে উৎসাহিত করা এবং গণশিক্ষার মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা ও সচেতনতা গড়ে তোলা। যখনই নেতারা নীতি পরিত্যাগ করে সিংহাসন পেতে আগ্রহী হন, নির্বাচনের আধিক্য এই দেশের দুর্ভাগ্য হয়ে ওঠে। ভাবতে হবে, "এক দেশ এক কর '-এর ধারণা যখন বাস্তবায়িত হতে পারে, তখন" এক দেশ এক নির্বাচন'-এর চেষ্টা করতে ক্ষতি কী? ভারতই একমাত্র দেশ নয় যেখানে একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, বেলজিয়াম, সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও একযোগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলিকেও খোলা মনে নির্বাচনী সংস্কারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আমরা যদি দেশের চাহিদা অনুযায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংস্কার না করি, তা হলে তা জাতিকে উইপোকা-এর মতো চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে পারে। এক দেশ এক নির্বাচন তাই একটি প্রগতিশীল পদক্ষেপ যা দেশের প্রয়োজনের সঙ্গে অনুকূল।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা রেলওয়ে হকার কর্মী এসোসিয়েশন এক ডেপুটেশন প্রদান করেন।

মহাকুম্ভে নিরাময় : চিকিৎসা ও প্রতিশ্রুতির অভিযাত্রার এক কাহিনি

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি ২০২৫: প্রয়াগরাজের এক শীতের সকালে বাতাসে মিশে যাচ্ছিল তীর্থযাত্রীদের মিষ্টি জপ-গানের সুরউ যার সঙ্গে মহাকুম্ভ নগরের কেন্দ্রীয় হাসপাতালের নানা তৎপরতার মৃদু শব্দ মিলেমিশে একাকার হয়ে উঠছিল। ব্যস্ততম এই দৃশ্যের প্রেক্ষাপটে মধ্যপ্রদেশের ৫৫ বছর বয়সী পূণ্যার্থী রমেশ্বর শান্ত হাসি নিয়ে বসেছিলেনউ তাঁর বুকের ব্যথা এখন একদম অতীত। এইমাত্র কয়েকদিন আগেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। আইসিইউ বিশেষজ্ঞদের দ্রুত ও দক্ষ পদক্ষেপ এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে তার জীবন রক্ষা পেয়েছে। মহাকুম্ভ ২০২৫-এ স্বাস্থ্য পরিষেবার এই দূরদর্শী ব্যবস্থাপনার জন্য তিনি তাই গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এ বছর, মহাকুম্ভ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনই নয়, বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর জন্য অদ্বিতীয় চিকিৎসা সেবা দিতেও প্রতিশ্রুত। শক্তিশালী পরিকল্পনা ও আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে, রাজ্য সরকার এই বিশাল আধ্যাত্মিক সমাবেশটিকে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার এক আলোকবর্তিকা হিসেবে পরিণত করেছে।

মহাকুম্ভের স্বাস্থ্য পরিষেবার একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হলো 'নৈত্রকুম্ভ' (চোখের মেলা), যা দৃষ্টিহীনতা মোকাবিলায় এক বিশেষ উদ্যোগ। এই আয়োজনের লক্ষ্য হল ৩,০০, ০০০ চশমা বিতরণ করা এবং ৫, ০০,০০০ ওপিডি বা বহির্বিভাগের সেবা প্রদান করা, যেখানে প্রতিদিন ১০,০০০ জনকে চিকিৎসা-পরামর্শ দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ১০ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই নেত্রকুম্ভে ১১টি হ্যাঙ্গার বা কেন্দ্র রয়েছে, যেখানে পূণ্যার্থীরা সুশৃঙ্খলভাবে চোখের পরীক্ষা করাচ্ছেন। নিবন্ধন করার পর তাঁরা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, যেখানে প্রতিটি চেম্বারে চারজন করে বিশেষজ্ঞ এবং দশজন অপটোমেট্রিস্ট রয়েছেন। এই উদ্যোগটি আগেরবারের সাফল্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা লিমকা বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে স্থান পেয়েছিল। এই বছর, এই উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে, গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল রেকর্ডসে স্থান পাওয়া। সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধদের জন্য নেত্রকুম্ভে চক্ষুদান শিবিরও রয়েছে। ভারতে দেড় কোটিরও বেশি অন্ধ ব্যক্তি রয়েছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই কর্নিয়ার সমস্যার জন্য অন্ধত্বগ্রস্তউ চক্ষুদান শিবিরের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে সহায়তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

পারেড গ্রাউন্ডে কয়েক সপ্তাহ ধরে চালু হওয়া এই সেন্ট্রাল হাসপাতাল মহাকুম্ভের চিকিৎসা পরিষেবার মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১০০টি শয্যার এই হাসপাতালটিতে বহির্বিভাগ থেকে শুরু করে আই.সি.ইউ. পর্যন্ত নানা ধরনের চিকিৎসা পরিষেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এই হাসপাতালে ইতোমধ্যেই সফলভাবে সন্তান প্রসব করানো সহ ১০,০০০-এরও বেশি রোগীকে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। শুধুমাত্র বছরের প্রথম দিনেই ৯০০ জন রোগী এখানে চিকিৎসা পেয়েছেন, যা এই ব্যবস্থার আকারের বিশালতা এবং দক্ষতাকে তুলে ধরে। এই উদ্যোগকে সহযোগিতা করে চলেছে আরাইল এলাকার সেক্টর ২৪-এ অবস্থিত সাব-সেন্ট্রাল হাসপাতাল। এই হাসপাতালটি ২৫টি শয্যার এবং এটি আধুনিক সুবিধা সহ সেন্ট্রাল হাসপাতালের মতোই কার্যকরী এবং তা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এই স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ইসিজি সুবিধার সূচনা এবং একটি সেন্ট্রাল প্যাথোলজি ল্যাবের ব্যবস্থাউ এই ল্যাবে প্রতিদিন ১০০টিরও বেশি পরীক্ষা করার ব্যবস্থা রয়েছে। পূণ্যার্থীরা ৫০টিরও বেশি বিষয়ের বিনামূল্যে পরীক্ষা করাতে পারেন, যা সামগ্রিক ও ব্যাপক যত্নের পরিষেবা নিশ্চিত করে। সম্প্রতি এই পরিষেবাগুলোর মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে 'এ.আই.-চালিত' প্রযুক্তি, যা ভাষাগত প্রতিবন্ধকতাকেও দূর করেছেউ এর মাধ্যমে ডাক্তার ও রোগীদের মধ্যে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ স্থাপন করা সহজ হয়েছেউ এই পদ্ধতিতে ২২টি আঞ্চলিক এবং ১৯টি আন্তর্জাতিক ভাষায় কথোপকথন সম্ভব হচ্ছে।

অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর ট্রেনযাত্রার সময়েও জরুরি অবস্থা মোকাবিলায়, প্রয়াগরাজ রেল ডিভিশনের পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে মেডিকেল অবজারভেশন রুম স্থাপন করা হয়েছে, এই স্টেশনগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রয়াগরাজ জংশন, নাইনি এবং সুবেদারগঞ্জ। এই অবজারভেশন রুমগুলোতে ২৪ড়৭ সময়ে ইসিজি মেশিন, ডিফিব্রিলেটর এবং গ্লুকোমিটারসহ প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সুবিধা রয়েছে। গুরুতর পরিস্থিতিতে রোগীদের নিকটবর্তী হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে পাঠানোরও ব্যবস্থা আছে, যা সময়মতো এবং কার্যকরী পরিষেবার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই অবজারভেশন রুমগুলিতে চিকিৎসক, নার্স এবং ফার্মাসিস্টদের একটি নিবেদিত দল শিফট-ভিত্তিতে কাজ করছেন।

মহাকুম্ভের এই স্বাস্থ্য পরিষেবার মেরুদণ্ড হিসেবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ২৪০ জন চিকিৎসকের একটি দল কাজ করছে। এই ডাক্তারদের জন্য ৪০টি ডরমিটরির ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেখানে মহিলাদের জন্য আছে আলাদা ব্যবস্থাউ তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবী ও তীর্থযাত্রীদের জন্যও অতিরিক্ত ডরমিটরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার বিশেষত্ব হলো অঞ্চলভিত্তিক খাবারের ব্যবস্থা, যা ডাক্তারদের জন্য তাদের সময় এবং দক্ষতাকে উৎসর্গ করতে একটি ঘরোয়া অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করেউ এই ব্যাপক প্রচেষ্টার মধ্যে, বিভিন্ন ধরনের আশা জাগানো গল্পও উঠে আসে। যেমন ফতেহপুরের অজয় কুমার এবং পূজাএই দম্পতি সেন্ট্রাল হাসপাতালে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। তাদের এই সন্তানের জন্মকে মহাকুম্ভের পবিত্র আশীর্বাদ হিসেবে বিবেচনা করে, পবিত্র যমুনা নদী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে, তারা সন্তানের নাম রেখেছেন যমুনা প্রসাদ। সন্তান প্রসবের সময় পরিষেবা দান করা চিকিৎসক ডা. জেসমিন নিশ্চিত করেছেন যে, মা ও শিশু দুজনেই সুস্থ আছে।

মহাকুম্ভ-২০২৫ শুরু হওয়ার সাথে সাথে এর চিকিৎসা সুবিধাগুলিও এরকম এক ব্যাপক জনসমাবেশে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করেছে। আধুনিক আই.সি.ইউ. থেকে উদ্ভাবনী এ.আই. সিস্টেম এবং নেত্র-কুম্ভের মতো সহানুভূতিশীল উদ্যোগ পর্যন্ত, এই আয়োজনটি ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার মিশ্রণের এক প্রতিফলন। উত্তরপ্রদেশ সরকারের 'স্বাস্থ্যকর এবং নিরাপদ' মহাকুম্ভের দৃষ্টিভঙ্গি শুধুমাত্র একটি প্রতিশ্রুতি নয়, বরং এটি একটি বাস্তবতা। রামেশ্বর, অজয় এবং অগণিত মানুষদের জন্য, মহাকুম্ভ শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক অভিযাত্রাই নয়; বরঞ্চ এটি এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং যত্নের মাধ্যমে নিরাময়ের শক্তির সাক্ষ্যও। পবিত্র নদীগুলির প্রবাহিত হওয়ার মত করে প্রতিটি মানব জীবনে মানবতার সেবা প্রদানের অবিচল প্রতিশ্রুতিও প্রবাহিত হয়ে চলেছেউ

মাইকেল ভনের ছেলে আর্চি ইংল্যান্ড অনূর্ধ-১৯ বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার নেতৃত্ব দেবেন

লন্ডন, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভনের ছেলে সমারসেট অলরাউন্ডার আর্চি ভনকে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য ইংল্যান্ড অনূর্ধ-১৯ দলের অধিনায়ক মনোনীত করা হয়েছে। সফরে ৩ টি যুব একদিনের আন্তর্জাতিক এবং দুটি যুব টেস্ট অন্তর্ভুক্ত হবে, যা ১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। ১৯ বছর বয়সী, যিনি গত বছরের মে মাসে সমারসেটের সাথে প্রথম পেশাদার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। অধিনায়কত্ব নিয়ে তাঁর উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। ভন বলেন,

NOTICE INVITING E-TENDER

Medical Superintendent & Head of Office, ABV Regional Cancer Centre, Agartala invites Public Tender for the execution of following work under 02 (two) bid system through e-tendering from Bonafide experience, reliable, resourceful & reputed vendor /contractor having experience for supply of 02 (Two) nos Medical Equipment Set for Head & Neck Onco-Surgery unit in Public Sector Undertaking/Government Sector/Autonomous Institutions/ Reputed Private Sector:

Sl. No.	Details	Date & Time
1.	Name of Work	Rate contract for Supply of a) Naso Laryngopharyngoscope 1 (One) Set b) Electric Operated Saw System 1 (One) Set with accessories of ABV Regional Cancer Centre, Agartala, Tripura.
2.	Period of contract	Valid for 01 (One) years from the date of award of the rate contract.
3.	Tender Estimate Value Cost	Rs. 70,00,000/- Approx
4.	Earnest Money Deposit (EMD)	Tender Value Cost 2%
5.	Cost of Tender Document	Rs. 1,000/- (Non-refundable)
6.	Date and time of Publishing of Tender	**Date: 07.01.2025, Time: 11:00 AM**
7.	Document download & uploaded https://tripuratenders.gov.in	Download Start Date: **Date: 08.01.2025, Time: 11:30 AM** Download End Date: **Date: 28.01.2025, Time: 05:00 PM**
8.	Date of Pre-Bid Meeting	**Date: 15.01.2025 Time: 1:00 PM**
9.	Place of Pre-Bid Meeting	Seminar Hall ABV RCC, Agartala
10.	Bid Opening Date and Time	**Date: 29.01.2025, Seminar Hall Time: 1:00 PM**
11.	Place of opening Bids	Office Room ABV Regional Cancer Centre, Agartala
12.	Bid Validity	180 days from the date of publication of E– tender
13.	Officer Inviting Bids	Medical Superintendent & HoO, ABV RCC Agartala, Kunjaban-799006, , Tripura (W).
14.	Performance Security	Per Tender value 05%
15.	Completion period for the work	90 days
16.	Tender ID	2025_RCCA_56661_1

The tender document can also be seen at AGMC website www.agmc.nic.in. Any amendment/ corrigendum to this e-tender will be published on the AGMC website www.agmc.nic.in & e-procurement portal website https://tripuratenders.gov.in only and not in print media. Bidders should regularly visit these websites to keep themselves updated.
ICA/C/3181/25

Medical Superintendent & HOO
ABV Regional Cancer Centre, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-20/ EE/RD/TLM-DIV/2024-25, dt.07.01.2025.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-Auction in single bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 15/01/2025 for 5(Five) Nos. Internal Electrification work. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C/3186/25

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai
Tripura

INVITATION

District wise winning Clubs in connection with Organization of Awareness Programme for Anti Addiction Movement during Durga Puja-2024

Sl.No.	District	Name of Club/ Organization	Address	Position
1.	West	Indigence Club,	Darogamura,Sidhai Mohanpur sub Division	1st
2.		Maa Trinayana Welfare Society,	AD Nagar, Agartala	2nd
3.		Lal Bahadur Vayamagar	Banamalipur, Agartala	3rd
1.	Sepahijala	Humbai Club,	Sangkumabar under Jampuijala block	1st
2.		Bir Sanyasi Vivekananda Sangha,	Sekerkote, Champamura, Bishalghar block	2nd
3.		Student Club	Padmadhepa, Melaghar M.C	3rd
1.	Khowai	Bullet Club,	Teliamura under Teliamura Sub-Division	1st
2.		Deep Jale Jai Sangha	Khowai Sub-Division	2nd
3.		Netaji PlayCentre,	Khowai	3rd
1.	South	Junior Natya Sangstha	Sabroom	1st
2.		Youth Square clubs	Belonia	2nd
3.		Purba Para	Santirbazaar	3rd
1.	Dhalai	Ramkrishna Seva Sadan	Ambassa Colony, Ambassa,	1st
2.		Pally Mangal Yubak Sangha	Ambassa Bazaar, Ambassa,	2nd
3.		Town Club	Ambassa, Dhalai	3rd
1.	North	AdarshaSangha,	West Dewanpasha, Jubarajnagar, Dharmanagar, North Tripura	1st
2.		Pioneer Youth Club	Amtila, Kadamtala, Dharmanagar North Tripura	2nd
3.		Young India Society	North Ganganagar, Jubarajnagar, Dharmanagar North Tripura	3rd
1.	Unakoti	Srirampur Sanghati Sarbojanin Puja	Srirampur, Kailashahar	1st
2.		Agiyacholo Club	Fatikroy	2nd
3.		Subash Sangha	Kumarghat	3rd
1.	Gomati	Bibek Sangha Club	Udaipur	1st
2.		Nabarun Club	Udaipur	2nd
3.		Town Club	Udaipur	3rd

All President, Secretary & Club Members of concerned Club are requested to remain present during programme of National Youth Day,2025 celebration on 12th January, 2025 at the premises of Rabindra Satabarshiki Bhawan at Agartala to received the Prize Money.

Sd/
Jt.Director
Youth Affairs & Sports
Govt. of Tripura.

ICA/D-1661/25

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চিনেবাদাম বেশি খাওয়া বিপজ্জনক কেন?

খিদে পেলে এমন কিছু খেতে হবে, যা শরীরের জন্য ভাল। কিন্তু রোজ পুষ্টিকর খাবার কিনে খেতে গেলে তো পকেটে টান পড়বে। তার চেয়ে বরং কয়েক মুঠো চিনেবাদাম খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু পুষ্টিবিদেরা বলছেন, কোনও কিছুই বেশি খাওয়া ভাল নয়। চিনেবাদাম এমনিতে পুষ্টিকর। স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, নানা রকম খনিজ রয়েছে এই বাদামে।

প্রোটিনও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। তা সত্ত্বেও বাদাম খাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলেই বিপদ ঘটতে পারে।

বেশি চিনেবাদাম খেলে কী কী সমস্যা হতে পারে?

১) চিনেবাদামে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস থাকে, যা শরীরে জমা হয় ফাইটেট হিসাবে। কিন্তু খুব বেশি ফাইটেট শরীরে গেলে আবার তা আয়রন, জিঙ্ক, ক্যালশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজের মতো কিছু জরুরি খনিজ শোষণে বাধা দেয়। দীর্ঘ দিন এ ভাবে চললে শরীরে জরুরি পুষ্টির অভাব হতে পারে।

২) চিনেবাদামে যে হেতু ক্যালোরির পরিমাণ বেশি, তাই চটজলদি শক্তি জোগান দেওয়ার জন্য এই খাবার ভাল। দামেও সস্তা। বেশি খেলে ওজন বেড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।

৩) বাজার থেকে কেনা চিনেবাদামের বেশির ভাগ প্যাকেটেই বাদামের সঙ্গে ভাল মাত্রায় নুন মেশানো থাকে। রোজ এই নুন মেশানো বাদাম খেতে শুরু করলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। এ থেকে উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকিও তৈরি হয়।

৪) অনেকের বাদাম খেলে ত্বকে অ্যালার্জি হয়। শরীরের বিভিন্ন জায়গা ফুলে, লাল হয়ে চুলকাতে শুরু করে। তাই বাদাম খাওয়ার আগে বুঝে নিতে হবে, আপনার তেমন কোনও সমস্যা আছে কি না।

কতটা বাদাম এক দিনে খাওয়া উচিত? সারা দিনে এক মুঠো বাদামই যথেষ্ট। পিনাট বাটার খেলেও দিনে দুই টেবিল চামচের বেশি খাওয়া উচিত নয়।

কড়াইশুঁটি পাঁচ রোগ বশে রাখতে পারে

কাঁচা অবস্থায় ডালের গোত্রে না পড়লেও গুণমানে কিন্তু তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় কড়াইশুঁটি। গোটা শীতকাল জুড়েই বাজারে আধিপত্য থাকে তার। নিরামিষ আলুর দম হোক বা পোলাও, সবেতেই দিতে হবে কড়াইশুঁটি। প্রোটিনে ভরপুর কড়াইশুঁটি খাওয়া যায় মাছ, মাংসের পরিবর্তেও। নিরামিষভোজী না হলেও পুষ্টিবিদরা এখন সকলকেই বেশি করে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খেতে পরামর্শ দেন। ভিটামিন, পটাশিয়াম, জিঙ্ক এবং ফাইবারের গুণে সমৃদ্ধ কড়াইশুঁটি শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।

১) কড়াইশুঁটিতে রয়েছে সহজপাচ্য ফাইবার। হজম বা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে এই সব্জি খাওয়াই যায়। রক্তে খারাপ কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে কড়াইশুঁটি।

২) কড়াইশুঁটির মধ্যে রয়েছে পলিফেনল। এই উপাদানটি যেমন অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, তেমন অ্যান্টিকার্সিনোজেনিকও। "দ্য ব্রিটিশ জার্নাল অফ নিউট্রিশন"-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে তেমন উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া কড়াইশুঁটিতে উপস্থিত ফ্ল্যাভোনয়েড এবং ক্যারোটিনয়েড প্রদাহ এবং অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের সমতা বজায় রাখতেও সাহায্য করে।

৩) ফাইবার এবং অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের পাশাপাশি কড়াইশুঁটিতে রয়েছে পটাশিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি খনিজ। যা হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। রক্তচাপ স্বাভাবিক রাখতেও এই খনিজটির ভূমিকা রয়েছে।

৪) "ওবেসিটি" জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে, টাইপ-২ ডায়াবিটিস বা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এই সব্জিটি। কারণ, কড়াইশুঁটির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম। তা ছাড়া কড়াইশুঁটিতে প্রোটিন এবং ফাইবার থাকায় তা রক্তে বাড়তি শর্করা শোষণেও বাধা দেয়।

৫) কড়াইশুঁটিতে ভিটামিন সি-ও রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাল রাখতে এই ভিটামিন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বারান্দায় জমিয়ে আড্ডা দেওয়ার জন্য কী ভাবে সাজাবেন

ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে, বর্ষার এবার বিদায়ের পালা। মাঝেমধ্যেই উঁকি দিচ্ছে শরতের পেঁজা মেঘ। বাইরের রোদের চোখরাঙানিও আর নেই। সামনেই পুজোর মরসুম শেষ হলে শীত। সে দিকে তাকিয়ে এখনই মন দিতে পারেন ঘরের লাগোয়া এক টুকরো ছাদ বা একফালি খোলা বারান্দার ভোলবদলে।

দিনের শেষে খোলা আকাশের নীচে বসে এক কাপ চায়ে চুমুক দেওয়ার কিংবা প্রিয়জনদের সঙ্গে সেখানে হইহই করার আনন্দই আলাদা। কী কী ভাবে সাজিয়ে তুলতে পারেন ঘর লাগোয়া এক টুকরো ছাদ বা বারান্দাটি? টেবিল- খোলা আকাশের নীচে কফি খেতে ভাল লাগে নিশ্চয়ই। তা হলে যদি ঘরের সঙ্গে একচিলতে ছাদ বা বড় একটি বারান্দা থাকে, সেই জায়গাটিকে ক্যাফের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারেন। তাতে প্লাস্টিক, কাঠ, বেতের তৈরি একটা টেবিল লাগবেই, সঙ্গে মানানসই চেয়ার। আর যদি সেই জায়গার মাথায় কোনও ছাউনি থাকে, তবে রোদ-জল সইতে পারে এমন সোফা সেটও রাখতে পারেন, সঙ্গে মানানসই ছোট্ট টেবিল। দেওয়াল যে হেতু জায়গাটি বাইরে এবং সারা বছরই তাতে বাড়তি রোদ, ধুলো, জল লাগবে, তাই রং করার সময় আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে এমন গুণমানের রং বাছাই করতে পারেন। তবে যদি মনে করেন, পছন্দের ছাদকে ক্যাফের চেহারা দেবেন, তবে পছন্দসই ওয়ালপেপার দিয়েই দেওয়ালের ভোল বদলে ফেলতে পারেন।

দেওয়াল সজ্জা- দরকারি নানা জিনিস রাখার জন্য অনেকেই ছাদ বা বারান্দার একটি কোণ বেছে নেন। এতে জায়গাটির সৌন্দর্য নষ্ট হয়। তার চেয়ে বরং দেওয়ালে আলমারি করা যায় কি না, ভাবতে পারেন। তবে দেওয়ালটি সে ক্ষেত্রে ছাউনির নীচে থাকতে হবে। ছাদ হোক বা খোলা বারান্দা, জরুরি জিনিস রাখার জন্য জলে নষ্ট হয় না, এমন উপাদানে তৈরি সুদৃশ্য বাজারচলতি দেরাজ দেওয়া আসবাবও কিনতে পারেন। পুরো পরিকল্পনাটি করতে হবে জায়গা বুঝে ও সুযোগ-সুবিধার উপর নির্ভর করে। ছাতা ও আলো খোা ছাদে রঙিন ছাতা শুধু দেখতেই ভাল লাগবে না, রোদ, জল, এমনকি হিম পড়লেও মাথা বাঁচাবে। এমন জায়গা জমিয়ে আড্ডা দেওয়া ও খাওয়াদাওয়ার জন্য আদর্শ। তাই টেবিলের সঙ্গে বেশ বড় একটি ছাতার ব্যবস্থা রাখতে পারেন। চাইলে সেই ছাতা মুড়ে শীতের দুপুরে রোদ পোহানো যাবে, আবার চাইলে রাতে খাওয়াদাওয়ার সময় ছাতাটি খুলেও নেওয়া যাবে। বিশেষত, ছাদে যদি কোনও ছাউনি না থাকে, ছাতা বিশেষ কাজে লাগবে। একই সঙ্গে উপযুক্ত আলোকসজ্জা ছাদের সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলবে। টেবিলের কাছাকাছি খাওয়াদাওয়ার সময় কাজে লাগানোর জন্য জোরালো আলো রাখতে পারেন। পাশাপাশি, একাধিক মৃদু আলোর ব্যবস্থা করাও জরুরি। সবুজের ছোঁয়া- সবুজের ছোঁয়া ঘর লাগোয়া খোলা ছাদ বা বারান্দার ভোল পাল্টাতে খুব প্রয়োজনীয়। কোনও লম্বা দেওয়াল পেলে সেখানে উল্লম্ব বাগনসজ্জার ব্যবস্থা করতে পারেন। লম্বা ভাবে গাছপালা লাগানো থাকবে। একটি তাকে ফুল, পরেরটিতে সবুজ গাছ, কোনওটিতে সব্জির গাছ, এ ভাবেই কোনও একটি দেওয়াল সাজিয়ে তুলতে পারেন। আর বিভিন্ন সুদৃশ্য টবে ফুল থেকে বাহারি গাছ ছাদ ও বারান্দার আনাচকানাচ সাজিয়ে নিতে পারেন।

বাসি রুটি দিয়ে মিল্ক কেক

বাসি রুটি পরের দিন সকালে দাঁতে কাটতে কারও ভাল লাগে না। সঙ্গে পছন্দের যে কোনও সব্জি বা মাংস থাকুক না কেন, বাসি রুটি দেখলেই বাড়ির ছোট থেকে বড় সবার হাবেভাবেই বিরক্তি আসে। তাই বলে, বাসি রুটি তো আর ফেলে দেওয়া যায় না। রাতে বেঁচে যাওয়া রুটি দিয়েই চটজলদি বানিয়ে নিতে পারেন সুস্বাদু প্রাতরাশ কিংবা বিকেলের নাস্তা। রুটি নুডল, রুটি ট্যাকোজ, রুটি রোল, নাচোজ আরও কত কী! তবে বাসি রুটি দিয়ে সুস্বাদু মিষ্টির পদও বানানো যায়, সেই খবর রাখেন কি? বাসি রুটি দিয়েই এ বার বানিয়ে ফেলুন মিল্ক কেক। রইল সহজ রেসিপি।

উপকরণ: ৫টি বাসি রুটি, ১ কাপ চিনি, পরিমাণ মতো দুধ, ২ টেবিল চামচ ঘি, ১ চা চামচ এলাচ গুঁড়ো পরিমাণ মতো সাদা তেল

প্রণালী: প্রথমে বাসি রুটিগুলি ডুবো তেলে কড়া করে ভেজে নিয়ে টিস্যু পেপারের উপর রেখে দিন। এ বার টিস্যু পেপার তেল টেনে নিলে আর রুটিগুলি ঠান্ডা হয়ে গেলে সেগুলি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিন। মিশ্রণটি যেন খুব মিহি হয় সে দিকে নজর রাখুন। ননস্টিক পাত্রে চিনি দিয়ে তা গলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। চিনি গলে গিয়ে বাদামি রং এসে গেলে তাতে গাঢ় করা দুধ দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন। তার পর রুটির গুঁড়ো দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। প্রয়োজনে রও খানিকটা দুধ দিতে পারেন। এবার মিশ্রণে পাক ধরে এলে উপর থেকে মিশিয়ে নিন ঘি। ঘি দিয়ে মিনিট দুয়েক রেখে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে দিন। একটি থালায় বাটার পেপার দিয়ে তার উপর মিশ্রণটি ঢেলে দিন। চামচ দিয়ে মিশ্রণটির উপরিভাগ সমান করে নিন। ফ্রিজে রাখুন ঘণ্টা খানেক। উপর থেকে কাজুবাদাম-পেস্তা কুচি ছড়িয়ে চৌকো আকারে কেটে পরিবেশন করুন মিল্ক কেক।

জন্মগত বধিরতা

অর্থাৎ জন্মগত বধিরতা। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, স্কুলে যাচ্ছে যে শিশুরা, বা কিশোর-কিশোরীরা, তাদের শ্রবণশক্তির সমস্যা হচ্ছে।

ছোট থেকেই কানে কম শোনা বা কিছু ক্ষেত্রে বধিরতার লক্ষণও দেখা দিচ্ছে। তাই ছোট থেকেই মা-বাবাদের সমস্যা চিহ্নিত করে সাবধান থাকা দরকার।

এই বিষয়ে চিকিৎসক প্রিয়ঙ্কর পাল বলছেন, মাতৃগর্ভে থাকাকালীন মায়ের শরীরে কোনও সংক্রমণ হলে,

কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে, শিশুদের জন্ডিস বা মেনিনজাইটিসের মতো অসুখ হলে শৈশবেই কমবেশি শ্রবণশক্তি চলে যেতে পারে। খুব ছোট অবস্থায় চিকিৎসা শুরু না হলে একটু বড় হওয়ার পরে শিশুর কথা বলাও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। দুগ্ধপোষ্য শিশু থেকে স্কুলে যাওয়া পড়ুয়াদের (ছ'বছর বয়স পর্যন্ত) কানের সমস্যা হয় বেশি।

প্রিয়ঙ্করের কথায়, শিশুদের সাধারণত কানে ব্যথা হওয়া, কান চুলকানো, কান দিয়ে জল বেরনো বা পুঁজের মতো চটচটে আঠালো রস বার হওয়া এমন নানা সমস্যা দেখা দেয়। কানে সংক্রমণ জনিত কারণেও সমস্যা হতে পারে। আবার উচ্চস্বরে হেডফোন বা ইয়ারফোনে গান শুনলেও শ্রবণশক্তি কমে যেতে পারে। স্কুলপড়ুয়া অনেক শিশুরই এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে।

বাবা-মায়েরা কী ভাবে সাবধান থাকবেন?

১) কানের যে কোনও সমস্যা দেখা দিলে দেরি না করে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। কান পরিষ্কারের জন্য তুলো লাগানো "স্টিক" ব্যবহার করা চলবে না।

২)শিশুকে একটানা কানে হেডফোন বা ইয়ারফোন লাগিয়ে গান না শুনতে শেখান। যদি স্কুল বা ক্লাসের প্রয়োজনে কানে হেডফোন লাগাতেই হয়, তা হলে মাঝে ১০ মিনিট করে বিরতি নিতে হবে।

৩) অসাবধানবশত কানের ভিতরে জল ঢুকলে এবং সময়মতো চিকিৎসা না হলে পুঁজের মতো তরল তৈরি হয়। তার থেকেও কানে সংক্রমণ হতে পারে। তাই স্নানের সময়ে শিশুর কানে জল ঢুকেছে কি না, তা পরীক্ষা করে দেখে নেবেন।

৪) মায়েরা স্তন্যপান করানোর সময়ে বা বোতলে দুধ খাওয়ানোর সময়ে শিশুদের মাথা সমতলে না রেখে উঁচু করে রাখলে জল, দুধ কানে ঢোকার সম্ভাবনা তুলনামূলক কম থাকে। সে বিষয়েও সচেতন থাকা প্রয়োজন।

দুধ, পনির না দই পুষ্টিগুণে এগিয়ে কোনটি

দুধ খাওয়া বেশি ভাল, না কি পনির বা দই? এই নিয়ে নানা রকম মতামত আছে। কেউ দুধ হজম করতে পারেন, আবার কারও দুধে অম্বল হয়, কিন্তু পনিরে নয়। আর দই হল প্রোবায়োটিক। খাদ্যতালিকায় টক দই রাখার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। সুতরাং পুষ্টিগুণে কোনটি বেশি এগিয়ে এবং কোনটি খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য বেশি উপকারী, সে নিয়ে চর্চা চলেই। জেনে নেওয়া যাক, কোনটির কী গুণাগুণ। দুধ হল সুষম খাদ্য। পুষ্টিবিদ শম্পা চক্রবর্তী জানাচ্ছেন, দুধে প্রচুর পরিমাণে ক্যালশিয়াম ও পটাশিয়াম আছে। এক কাপ দুধে ৮ শতাংশ ভিটামিন বি১২, ২ শতাংশ ভিটামিন এ, ১২ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ৪ শতাংশ পটাশিয়াম, ১ শতাংশ সোডিয়াম ও ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম রয়েছে। দুধ হজম করতে পারলে ভাল, সে ক্ষেত্রে প্রতি দিন খেলে উপকারই হবে। তবে দুধ কোন সময়ে খাচ্ছেন এবং কতটুকু, তা জানা জরুরি। যেমন অনেকেই দুধ সকালে খেয়ে ফেলেন, তার পরেও গলা-বুক জ্বালা শুরু হয়। যাঁদের অম্বলের ধাত, তাঁদের সকালে দুধ না খাওয়াই ভাল। বরং খেতে হবে রাতে। যাঁদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তাঁরা দুধ বুঝেশুনে খাবেন। পনিরে প্রোটিন খুব বেশি মাত্রায় থাকে। পনির হজমশক্তি বাড়ায়। হার্টের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। তবে পনির খুব বেশি মাত্রায় খেয়ে ফেললেই মুশকিল। সপ্তাহে এক বার খেলে ক্ষতি নেই।

ঘরে পাতা টক দই শরীরের জন্য খুবই ভাল। পুষ্টিবিদের কথায়, ১০০ গ্রামের মতো দইতে ৮ শতাংশ ক্যালশিয়াম, ১৫ শতাংশ সোডিয়াম, ২ শতাংশ ম্যাগনেশিয়াম, ২ শতাংশ পটাশিয়াম থাকে। দই কিন্তু রোজ না খেলেই ভাল। সপ্তাহে ৩ দিন দই খেলে তা উপকারে আসবে। মনে রাখতে হবে, রাতে টক দই একেবারেই খাওয়া ঠিক নয়, খেতে হবে দু'টি মিলের মধ্যবর্তী সময়ে।

কারা কোনটি বুঝেশুনে খাবেন? ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্ট হলে দুধ না খাওয়াই ভাল। হজমের সমস্যা, কিডনিতে স্টোন হলে অথবা ডায়াবিটিস থাকলে দুধ বুঝেশুনে খেতে হবে। অ্যালার্জি-জনিত রোগ, উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে পনির বুঝেশুনে খেতে হবে। যাঁরা ওজন কমাতে চাইছেন, তাঁদের পনির না খাওয়াই ভাল। অথবা খেলে খুব কম পরিমাণে খেতে হবে। ত্বকের অ্যালার্জি-জনিত রোগ, অ্যাসিড রিফ্লাক্সের সমস্যা থাকলে দই না খাওয়া বা কম খাওয়াই ভাল। আর্থাইটিসের ভুগছেন যাঁরা, তাঁরাও দই খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। সর্দি-কাশির সমস্যা থাকলেও দই বুঝেশুনে খেতে হবে।

শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি হচ্ছে কি না বুঝবেন কী করে?

ওজন কমানো হোক কিংবা রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলা শরীর চাঙ্গা রাখতে প্রোটিনের ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কী ধরনের খাবার খাচ্ছেন, তার উপর নির্ভর করে শরীর সব ধরনের জরুরি উপাদান পাচ্ছে কি না। সুস্থ থাকতে হলে শরীরে প্রোটিন চাই পর্যাপ্ত পরিমাণে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি তৈরি হয়। প্রোটিনের অভাব দেখা দিলেই নানা রকম অসুস্থতা দেখা দেয়। কিন্তু এমন অবস্থায় পৌঁছনোর আগে সতর্ক হওয়া জরুরি। প্রোটিনের ঘাটতি যাতে বড় কোনও সমস্যা ডেকে আনতে না পারে, সে দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। ১) শরীরে প্রোটিনের অভাব ঘটলেই ক্লান্তি ঘিরে ধরে। পর্যাপ্ত ঘুমিয়ে, পরিমাণ মতো খেয়েও ক্লান্ত হয়ে পড়া স্বাভাবিক বিষয় নয়। সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে প্রোটিনের অভাবেই হচ্ছে এমন। কোনও কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় না, এমন ক্লান্তির নেপথ্যে থাকতে পারে

প্রোটিনের অভাব। ২) প্রোটিনের একটা বড় গুণ হল দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভর্তি রাখা। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রোটিন শরীরে না গেলে ঘন ঘন খাবার খাওয়ার প্রবণতা তৈরি হয়। বারে বারে খিদে পেলে বুঝতে হবে, শরীরে পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাব রয়েছে। ৩) ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য প্রোটিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রোটিনের অভাব রক্তে শর্করার মাত্রায় স্ফীতি ঘটাতে পারে। ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য ডাল, রাজমা, মাছ, ডিম, বাদাম ইত্যাদি প্রোটিন-সমৃদ্ধ খাবার রোজকার খাদ্যতালিকায় রাখা উচিত। ৪) শুধু শরীর সুস্থ রাখতেই নয়, সৌন্দর্য ধরে রাখতেও প্রোটিন প্রয়োজন। পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাবে ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। এমনকি চুল পড়ার সমস্যার পিছনেও থাকতে পারে প্রোটিনের অভাব। ৫) প্রোটিন ত্বকের যে কোনও ক্ষতস্থান দ্রুত সারাতে সাহায্য করে। তবে অনেক দিন ধরে কোনও ক্ষত যদি না শুকায়, সে ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব রয়েছে।

শরীর-স্বাস্থ্য ভাল রাখতে তামার বোতলে জল খান

স্বাস্থ্য সচেতন অনেক মানুষই তামার বোতলে জল খান। আয়ুর্বেদ মতে, সকালে খালি পেটে তামার পাত্রে রাখা জল খেলে হজমক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তা বিপাকক্রিয়ার গতিও বাড়িয়ে তোলে। ভারতে তামার পাত্রে জল খাওয়ার চল বেশ প্রাচীন। তবে একটা সময়ের পর কাচ, প্লাস্টিকের বোতলের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় তামার পাত্রের চল কমে আসে। তবে তামার পাত্রে জলের খাওয়ার নানা উপকারিতা থাকায়, আবার সেই ব্যবহার ফিরেছে। আধুনিক জীবনযাপনের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ঘড়া বা কলসি নয়, তামার তৈরি রকমারি বোতল ব্যবহার হচ্ছে জল খাওয়ার জন্য। প্রতি দিন সেই বোতল শুধু ব্যবহার করলেই হয় না, তা পরিষ্কার করাও জরুরি। না হলে উপকারের বদলে, শরীরে বাসা বাঁধতে পারে রোগজীবাণু। তবে তরল সাবান নয়, তামার বোতল পরিষ্কারের চার সহজ কৌশল জেনে নিন। ১.নুন-লেবু অথবা ভিনিগার তামার সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় একটা কালচে কষ তৈরি হয়। সেই কষ ওঠাতে ও বোতলের ভিতরটা পরিষ্কার করে নিতে নুনের সঙ্গে পাতিলেবু মিশিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন। বোতলের বাইরে ভাল করে পরিষ্কার করে বোতলের ভিতরে লেবুর জল বা ভিনিগার জল মিশিয়ে কিছু ক্ষণ ভরে রেখে তা ফেলে দেওয়ার পর ধুয়ে নিলে বোতল ঝকঝকে হয়ে উঠবে। ২.বেকিং সোডা ও লেবু বা ভিনিগার বাসন মাজা, ঘষায় বেকিং সোডা বিশেষ কার্য্যকর। একটি পাত্রে এক চা-চামচ বেকিং সোডা নিয়ে তার মধ্যে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে নিন। দিতে পারেন সামান্য ভিনিগারও। লেবু ও ভিনিগারে অ্যাসিড থাকে। যা বাসন পরিষ্কার করে। বেকিং সোডা ও পাতিলেবুর রস মিশিয়ে বোতল পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকিয়ে নেওয়া দরকার। অন্তত ২ দিন অন্তর বোতল পরিষ্কার করা দরকার। ৩.তেঁতুল- তেঁতুল দীর্ঘ দিন ধরে তামার বাসন পরিষ্কারে ব্যবহার হয়ে আসছে। এতে রয়েছে সাইট্রিক অ্যাসিড ও ফাইবার। একটি পাত্রে তেঁতুল গুলে বীজ ফেলে দিয়ে সেই ক্বাথ বোতলে লাগিয়ে রাখুন। খানিক বাদে হাত দিয়ে ঘষে তুলে দিলে বোতল পরিষ্কার তো হবেই, কোনও খারাপ গন্ধও থাকবে না। ৪.টম্যাটো কেচাপ এতে থাকে ভিনিগার। কেচাপে ভিনিগার

ব্যবহারের কারণে অ্যাসিড থাকায়, এই উপাদান দিয়েও তামার বোতল পরিষ্কার করা যায়। কেচাপ বোতলের বাইরে ও ভিতরে লাগিয়ে নাইলনের নরম জালি দিয়ে ঘষে ধুয়ে নিলেই নতুনের মতো হয়ে উঠবে তামার বোতল।

বৃহস্পতিবার কংগ্রেস উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

পরীক্ষা পে চর্চার অষ্টম সংস্করণে রেকর্ড অংশগ্রহণ ; ২.৭ কোটির বেশি নিবন্ধন

নতুন দিল্লি, ৯ জানুয়ারি ২০২৫: প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম, পরীক্ষা পে চর্চা (পিপিসি), পরীক্ষা সম্পর্কিত চাপকে শিক্ষন ও উদযাপনের একটি উৎসবে রূপান্তরিত করার জন্য দেশব্যাপী একটি গণ আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠছে। পিপিসি'র অষ্টম সংস্করণটির সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য ভারত এবং বিদেশের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং পিতামাতাদের কাছ থেকে এবারের সংস্করণে যুক্ত হবার জন্য ২.৭৯ কোটিরও বেশি নিবন্ধন পাওয়া গেছে যা এক অভূতপূর্ব মাইলফলক অর্জন করেছে। এরকম অসাধারণ সাড়া সত্যিকারের জন আন্দোলন হিসাবেই অনুষ্ঠানটির ক্রমবর্ধমান অনুরণনকে তুলে ধরেছে।

মাইগভ ডট ইন পোর্টালে উপস্থাপিত পিপিসি ২০২৫ এর জন্য অনলাইন নিবন্ধিকরণ ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে শুরু হয়েছে এবং এর সময়সীমা ১৪ জানুয়ারী ২০২৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে। পিপিসি অনুষ্ঠানের বিপুল জনপ্রিয়তা শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতাকে মোকাবেলা করতে এবং পরীক্ষায় বসা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সফলতা পাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রকের অধীন স্কুল শিক্ষা ও সাক্ষরতা বিভাগ কর্তৃক প্রতিবছর আয়োজিত এই মত বিনিময়ের আয়োজনটি শিক্ষার একটি বহুল প্রত্যাশিত উদযাপনে পরিণত হয়েছে। ২০২৪ সালে পিপিসির সপ্তম সংস্করণটি নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তখন এটি ব্যাপক মাত্রায় প্রশংসিত হয়েছিল।

পিপিসি-র চেতনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে, জাতীয় যুব দিবস ১২ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে শুরু করে থেকে ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ (নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু জয়ন্তী) পর্যন্ত স্কুল স্তরে একাধিক আকর্ষণীয় কার্যক্রম গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই কার্যক্রমগুলির লক্ষ্য সামগ্রিক বিকাশকে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীদের উৎসব হিসাবে পরীক্ষা উদযাপনে অনুপ্রাণিত করা। এই কার্যক্রমগুলির মধ্যে রয়েছে: স্থানীয় ক্রীড়া, ম্যারাথন দৌড়, মিম প্রতিযোগিতা, নুক্কড় নাটক, যোগা-তথা-ধ্যান সেশন, পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতা, অনুপ্রেরণামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মশালা ও কাউন্সেলিং সেশন এবং কবিতা / গান / প্রদর্শনী।

এই কার্যক্রমগুলির মাধ্যমে, পিপিসি ২০২৫ তার স্থিতিস্থাপকতা, ইতিবাচকতা এবং শেখার আনন্দের বার্তাকে শক্তিশালী করে তুলবে, এটি নিশ্চিত করবে যে শিক্ষা চাপের পরিবর্তে একটি যাত্রা হিসাবে উদযাপিত হতে পারে। আরও বিশদ বিবরণ এবং অংশগ্রহণের জন্য, মাইগভ ডট ইন পোর্টাল দেখুন এবং এই রূপান্তরমূলক উদ্যোগে অংশ নিন।

তিরুপতিতে দুর্ঘটনায় বার্তা রাষ্ট্রপতি মুর্মু, রাহুল গান্ধী ও অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): তিরুপতি মন্দিরে ভক্তদের ভিড়ে পদপিষ্ট হয়ে অন্তত ছয়জন প্রাণ হারিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এ ব্যাপারে শোক প্রকাশ করেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি মুর্মু। এছাড়াও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ---ও শোক প্রকাশ করেছেন।

রাষ্ট্রপতি জানান, তিরুপতিতে পদদলিত হয়ে বহু ভক্তের প্রাণহানি ঘটেছে জেনে দুঃখিত। আমি শোকাহত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

রাহুল গান্ধী শোকবার্তায় মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন। তিনি কংগ্রেস কর্মীদের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অমিত শাহও শোকপ্রকাশ করে লেখেন, তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্ট হওয়ার দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় ব্যথিত।

নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। আহতরা দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুক।

প্রসঙ্গত, বুধবার পুজো দেওয়ার টোকেন নিতে গিয়ে তিরুপতিতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়ে যায়। টোকেন দেওয়া শুরু হলে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন প্রচুর মানুষ। তাতেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার প্রাথমিকভাবে ৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল। পরে রাতের দিকে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একাধিক আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

অষ্টাদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ১৮তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। বিদেশ মন্ত্রক এবং ওড়িশা সরকারের যৌথ আয়োজনে তিন দিনের প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের থিম হল "বিকশিত ভারতের সংকল্পে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদান"। এদিন প্রধানমন্ত্রী প্রবাসী ভারতীয় এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করেন। এটি প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য একটি বিশেষ পর্যটক ট্রেন।

এই উপলক্ষ্যে ভগবান জগন্নাথ এবং ভগবান লিঙ্গরাজের পবিত্র ভূমিতে সারা বিশ্ব থেকে আসা প্রবাসী ভারতীয়দের স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণ শুরু করেন। তিনি বলেন, এটি ভারতে প্রাণবন্ত উতবের সময়। কয়েক দিনের মধ্যে প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ শুরু হবে, মকর সংক্রান্তি, লহরি, পোঙ্গল এবং মাঘ বিহু উৎসবও আসছে। সর্বত্র আনন্দের পরিবেশ। তাছাড়া, ১৯১৫ সালের এই দিনে মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘদিন বিদেশে থাকার পর ভারতে ফিরে আসেন। এমন একটি চমৎকার সময়ে ভারতে আপনাদের উপস্থিতি উৎসবের চেতনাকে আরও বাড়িয়ে দেয়।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ওড়িশার রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনাকে ভারতের ভিসা, বাংলাদেশকে কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি) ভারত থেকে ফেরানোর জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হাসিনা এবং সহ অভিযুক্তদের ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হতেও বলা হয়েছে। প্রায় একই সঙ্গে শেখ হাসিনার ভারতে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করেছে নয়াদিল্লি। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশকে তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু বৃহস্পতিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারতে অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকার ভিসা দেওয়া ভারতের বগলে থাকা ছোট্ট দেশটিকে নরকে পাঠানোর একটি নম্র, কূটনৈতিক উপায়।"

বার্তার প্রতিলিপি তথাগতবাবু যুক্ত করেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর এবং বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধান মহাম্মদ ইউনূসের দফতরের সঙ্গে।

প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি ভারতের আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে থাকার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সঙ্গে আবার বাংলাদেশের অভিবাসন এবং পাসপোর্ট দফতর হাসিনার পাসপোর্টও বাতিল করেছে।

২৪ সদস্যের উচ্চপর্যায়ের পাক বাণিজ্য প্রতিনিধি শুক্রবার বাংলাদেশ সফরে আসছে

ঢাকা, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): পাকিস্তান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফপিসিসিআই) ২৪ সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল শুক্রবার বাংলাদেশ সফরে আসছে। ১০ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁরা ঢাকায় থাকবেন।

সূত্রের খবর, ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশন থেকে বাংলাদেশ বিদেশমন্ত্রকে একটি চিঠি পাঠানো হয়। সেখানে উচ্চ পর্যায়ের এই বাণিজ্য প্রতিনিধিদলকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফরে আসছেন পাকিস্তানের বাণিজ্য প্রতিনিধিদল। পাক দলের নেতৃত্ব দেবেন এফপিসিসিআইয়ের সভাপতি আতিফ ইকরাম শেখ এবং সিনিয়র সহসভাপতি সাকিব ফায়াজ মাগুন। এই প্রতিনিধিদলে পাকিস্তানের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা থাকবেন।

কোস্টারিকার কোচ হিসেবে নিয়োগ মেক্সিকো মিগুয়েল হেরেরা

কোস্টারিকা, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : মেক্সিকোর প্রাক্তন কোচ মিগুয়েল হেরেরাকে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে কোস্টারিকার প্রধান কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে , দেশটির ফুটবল ফেডারেশন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে। ৫৬ বছর বয়সী হেরেরা, একজন প্রাক্তন ডিফেন্ডার যিনি মেক্সিকোকে ২০১৪ বিশ্বকাপে শেষ ১৬-য় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং ২০১৫ সালে কনকাকাফ গোল্ড কাপ শিরোপা জিতেছিলেন।

ক্লাউদিও ভিভাস, যিনি কোস্টারিকার অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কনকাকাফ নেশনস লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে দেশটির বিদায়ের পরে নভেম্বরে বরখাস্ত করা হয়েছিল। উত্তর আমেরিকার বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের দ্বিতীয় রাউন্ডে বি গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে কোস্টারিকা। তারা জুনে বাহামাস এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর মুখোমুখি হবে যখন তারা টানা চতুর্থ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার জন্য বিড করবে।

আলিপুরদুয়ারে হাতির তাণ্ডব, ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি

আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি (হি. স.) : বৃহস্পতিবার সকালে আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় তাণ্ডব চালালো দুই হাতি। যার জেরে বহু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতির আক্রমণে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খাবারের সন্ধানে ফালাকাটার আবাসিক এলাকায় দুটি হাতি ঢুকে পড়ে বলে জানা গেছে। এরপর ওই এলাকায় অবস্থিত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দেওয়াল ভেঙে যায়। এর পরেই ভেঙে যায় জাতীয় সড়কের লোহার রেলিং।

শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা

সিডনি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) বৃহস্পতিবার শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য দল ঘোষণা করেছে। নিয়মিত অধিনায়ক প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে শ্রীলঙ্কা সফরে অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। পিতৃত্বকালীন ছুটির কারণে কামিন্স এই সফরে অনুপস্থিত থাকবেন।

অস্ট্রেলিয়া শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুটি টেস্ট এবং একটি একদিনের আন্তর্জাতিক খেলবে। ২৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে প্রথম টেস্ট। দ্বিতীয় টেস্টটি ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। তারপরে ১৩ ফেব্রুয়ারি হবে একদিনের ম্যাচ।

শ্রীলঙ্কা সফরের জন্য অস্ট্রেলিয়া দল:

স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, স্কট বোল্যান্ড, অ্যালেক্স কেরি, কুপার কনোলি, ট্র্যাভিস হেড, জশ ইঙ্গলিস, উসমান খাজা, স্যাম কনস্টাস, ম্যাট কুহনিম্যান, মারনাস লাবুশ্যাগনে, নাথান লিয়ন, নাথান ম্যাকসুইনি, টড মারফি, মিচেল স্টার্ক, বেউয়ান।

স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনা

জেদ্দা, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : সৌদি আরবের জেদ্দায় বুধবার রাতে প্রথম সেমি-ফাইনালে ২-০ গোলে জিতেছে হান্সি ফ্লিকের দল। দুই অর্ধে একটি করে গোল করেছে তারা। টানা তৃতীয়বারের মতো স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে উঠল বার্সেলোনা।

ম্যাচের ১৭ মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। বক্সের বাইরে থেকে পেদ্রির পাস থেকে প্রথম জালে বল পাঠান গাভি। বার্সেলোনা ব্যবধান দ্বিগুণ করে ৫২ মিনিটে। গাভির পাস নিয়ন্ত্রণে নিয়ে বক্সে ঢুকে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ইয়ামাল। দ্বিতীয় সেমি-ফাইনালে বৃহস্পতিবার রিয়াল মাদ্রিদ ও মায়োর্কার মধ্যে জয়ী দলের বিপক্ষে আগামী রবিবার শিরোপা লড়াইয়ে নামবে প্রতিযোগিতাটির রেকর্ড ১৪ বারের চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনা।

ইন্দোনেশিয়ার নতুন কোচ ডাচ কিংবদন্তি ক্লাইভার্ট

জাকার্তা, ৯ জানুয়ারি (হি.স.) : দক্ষিণ কোরিয়ান কোচ শিন তাই অংকে ছাঁটাই করার পর থেকেই শোনা যাচ্ছিল ইন্দোনেশিয়া ফুটবল দলের নতুন কোচের নাম। গুঞ্জনই সত্যি হল। নেদারল্যান্ডস এবং আয়াক্স ও বার্সেলোনা কিংবদন্তি প্যাট্রিক ক্লাইভার্টকে জাতীয় দলের কোচ হিসেবে নিয়োগ করল ইন্দোনেশিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (পিএসএসআই)। বুধবার পিএসএসআই এক বিবৃতিতে একথা জানায়ন ডাচ ফুটবলের এই কিংবদন্তির সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার চুক্তি হয়েছে ২০২৫ থেকে ২০২৭ পর্যন্ত।

উত্তরবঙ্গের আরও এক চা বাগানে ঝুলল তালা

আলিপুরদুয়ার, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): বছরের প্রায় শুরুতেই কাজহারা ১৩০০ চা শ্রমিক। বুধবার রাতে আলিপুরদুয়ারের একটি চা বাগানে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। খোঁজ নেই মালিকের। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিশেহারা ১৩০০ পরিবার।

কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগানের ম্যানেজমেন্ট বুধবার রাতে বাগান বন্ধ করার নোটিশ ঝুলিয়ে বাগান ছেড়ে চলে যায়। সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন ফ্যাক্টরির দরজা বন্ধ। বাগানে সাসপেনশনের নোটিস ঝুলছে। যা দেখে মাথায় হাত পড়ে শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের।

উল্লেখ্য, আলিপুরদুয়ারে মোট চা বাগানের সংখ্যা ৬৯টি। এর মধ্যে ৯টি চা বাগানে তালা ঝুলেছে। ইতিপূর্বে লঙ্কাপাড়া চা বাগানের ২ হাজার ১৩২ জন, রায়মাটাং চা বাগানের ১ হাজার ৬২৪ জন, দলসিংপাড়ায় ১ হাজার ৭৪৮ জন, দলমোর বাগানের ১ হাজার ৬৫ জন, কালচিনির ১ হাজার ৯১৬ জন, রামঝোরার ৯৬২ জন, ঢেকলাপাড়ার ৬০৪ জন, তোর্সার ৬৪৭ জন এবং মহুয়ার ৮১ জন কাজ হারিয়েছিলেন। এদিন তালিকায় জুড়ল আরও একটি নাম।

প্রথম ই—ভেসেলের পথ চলা শুরু হচ্ছে বাংলায়

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার বিকেলে মিলেনিয়াম পার্ক থেকে অত্যাধুনিক ই-ভেসেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যুৎ পরিচালিত এই ভেসেল তৈরিতে রাজ্যের খরচ হয়েছে প্রায় ৬ কোটি টাকা। পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী সংবাদমাধ্যমে বলেন, 'পরিবেশ দূষণ কমাতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে বিদ্যুৎ চালিত এই ভেসেল। এর ফলে যাত্রীরা যেমন আরও বেশি সুরক্ষিত হবেন তেমনই অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন।'

পরিবহণ দফতর সূত্রের খবর, এই লঞ্চ তৈরি করেছে গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স। এই ই-ভেসেলটিতে এসি এবং নন এসি দুটি বিভাগই থাকছে। এসিতে ৩০ জন যাত্রী এবং নন এসিতে ৬২ জন যাত্রী নেওয়া হবে। মিলেনিয়াম পার্ক থেকে বেলুড় মঠ হয়ে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত যাবে এই বিদ্যুৎ চালিত ভেসেলটি।

পরিবহণ দফতরের এক কর্তা বলেন, '১৫০ জন যাত্রী বহন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি লঞ্চ চালাতে ঘণ্টায় ১০ লিটার ডিজেল খরচ হয়। সেখানে ইলেকট্রিক, ব্যাটারি চালিত এই ভেসেল দু ঘণ্টা পর্যন্ত বা ৩০ কিমি পথ একটানা চলতে পারবে।'

হরিণঘাটায় গাছে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নদিয়া, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): বৃহস্পতিবার সাতসকালে হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত কাষ্ঠডাঙায় রাস্তার ধারে গাছ থেকে ঝুলন্ত এক দেহ দেখে চমকে ওঠেন বাসিন্দারা। প্রৌঢ়ের নাম, পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তিনি আত্মহত্যা করেছেন নাকি তাঁকে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিন সকালে নদিয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত কাষ্ঠডাঙা ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ সাতশিমুলিয়া এলাকায় রাস্তার ধারে একটি আমগাছে অজ্ঞাত পরিচয় বছর পঞ্চাশের ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় হরিণঘাটা থানায়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। ঝুলন্ত দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, অন্য জায়গা খুন করে দেহটি এনে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে।

তিরুপতিতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ চন্দ্রবাবুর

হায়দরাবাদ, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু শোক প্রকাশ করেছেন। 'তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম দর্শনম' ট্রাস্টের চেয়ারম্যান বিআর নায়ডুর কাছে টেলিফোনে পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেন। আহতদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন তিনি।

উল্লেখ্য, বুধবার পুজো দেওয়ার টোকেন নিতে গিয়ে তিরুপতিতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়ে যায়। টোকেন দেওয়া শুরু হলে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন প্রচুর মানুষ। তাতেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার প্রাথমিকভাবে ৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল। পরে রাতের দিকে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একাধিক আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

তিরুপতিতে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): তিরুপতি মন্দিরে পদপিষ্ট হয়ে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি স্বজনহারা পরিবারগুলিকে সমবেদনা জানিয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের সামাজিক মাধ্যমে এক বার্তায় জানা গেছে এই বিষয়ে।

উল্লেখ্য, বুধবার পুজো দেওয়ার টোকেন নিতে গিয়ে তিরুপতিতে মাত্রাতিরিক্ত ভিড় হয়ে যায়। টোকেন দেওয়া শুরু হলে হুড়োহুড়িতে পদপিষ্ট হন প্রচুর মানুষ। তাতেই ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। বুধবার প্রাথমিকভাবে ৩ জনের মৃত্যুর খবর সামনে এসেছিল। পরে রাতের দিকে আরও ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়াও একাধিক আহত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

পারদ পতনের সম্ভাবনা বঙ্গে, বৃহস্পতিবার শীতের অনুভূতি মহানগরে

কলকাতা, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে।

বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২২ ডিগ্রি এবং ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯৫ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৭ শতাংশ।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় টিএইচআরও উদ্যোগে এক সচেতনতা র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

On behalf of the Governor of Tripura, the following item is invited from Fish Farmers / Fishermen Cooperative Society / Fishery Entrepreneurs / SHGs by the undersigned for procurement of Major carp fingerlings of above 10 cm size as per details mentioned below for distribution under PMMSY scheme in different 3 (Three) Blocks of Belonia sub-division, South Tripura District during the F.Y- 2024-25.

DNIT NO.	Item for which e-tender is invited	Estimated Quantity (in nos.)	Estimated Tender Value (in Rs.)	Time Schedule of Tender
No.1(1)-SF/BLN/TENDER/2025-26/3001	Major Carp Fingerlings (10 cm above size)	7.50 lakhs	24.00 lakhs	Bidding Document can be downloaded from - 06.01.2025 from 14.00 hours Last Date of Online Bid Submission of e-tender Up to 24.01.2025 at 16.00 hours Time as per clock time of e-procurement website https://tripuratenderers.gov.in

All the future modifications/corrigendum (if any) shall be made available in the e-procurement portal. So, bidders are requested to get the update themselves from the e-procurement portal only.

ICA | C/ 3199/25

(G. Majumder)
Superintendant of Fisheries
Belonia, South Tripura

এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত ধলাইয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: এনডিআরআই ইস্টার্ন রিজন্যাল স্টেশনের উদ্যোগে ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় ধলাই জেলার পশু পালক বেনিফিশিয়ারিদের নিয়ে এক দিবসীয় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় বৃহস্পতিবার।
অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে উদ্বোধন করেন সালেমা বিএসি চেয়ারম্যান বিমল দেববর্মা।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ডঃ টি কে দত্ত সিনিয়র প্রিন্সিপাল সাইন্টিস (এন ডি আর আই), ডঃ এ মন্ডল সিনিয়র সাইন্টিস (এন ডি আর আই), ডঃ রমেন্দ্র দাস এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর এআরডিডি, ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ সিনিয়র সাইন্টিস প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষন দেন ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র বিজ্ঞানী ডঃ অভিজিৎ দেবনাথ। ধলাই জেলা থেকে মোট ৭০ জন প্রকৃত পশু পালক বেনিফিশিয়ারি উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে ৬০ জন বেনিফিশিয়ারিকে হাঁস ছানা,এবং ১০ জন শুকরপালককে শুকর ছানা ও শুকর খাদ্য,ঔষধ প্রদান করা হয়। বেনিফিশিয়ারিদের হাতে তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

আগামী ১৬ জানুয়ারি পুর নিগমের শারদ সম্মাননা অনুষ্ঠান: মেয়র

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: আগামী ১৬ জানুয়ারী আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে পুর নিগমের শারদ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।
এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, এমআইসি মেম্বার রত্না দত্ত, বাপি দাস, প্রদীপ চন্দ সহ অন্যান্যরা।
এদিন মেয়র বলেন, ৫টি ক্লাবকে সেরার সেরা পুরস্কার প্রদান করা হবে। ক্যাটাগরি গুলি হল, সেরা প্রতিমা, সেরা মন্ডপ, সেরা আলোকসজ্জা, সেরা থিম, মহিলাদের দ্বারা আয়োজিত সেরা দুর্গাপূজা। সেরা প্রতিমা হিসেবে পুরস্কার পাচ্ছে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, সেরা মন্ডপ নেতাজি প্লে সেন্টার, সেরা আলোকসজ্জা এগিয়ে চলো সংঘ, সেরা থিম যুবসমাজ এবং মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পুজা হিসেবে পুরস্কার পাচ্ছেন রামনগরের মুক্তি সংঘ ক্লাব। এছাড়াও অন্যান্য ক্যাটাগরি মিলিয়ে মোট ২১ টি ক্লাবকে এদিন পুরস্কৃত করা হবে।
তাঁর কথায়, গত ৩০ ডিসেম্বর এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংহের প্রয়াণে এই অনুষ্ঠান স্থগিত করা হয়েছিল। এদিন তিনি আরও বলেন, ওই অনুষ্ঠানে সেরা ৫টি ক্লাবকে ৫০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য জোনাল বিজয়ী ক্লাবগুলোকে ২৫ হাজার টাজা পুরস্কার দেওয়া হবে।

১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডিএম-র নিকট ডেপুটেশনত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতির

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ডিএম-র নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে ত্রিপুরা তপশিলি জাতি সমন্বয় সমিতি। পরবর্তী সময়ে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক মিছিল করে ডেপুটেশন প্রদান করেন তারা।
এদিনের মিছিলটি বিশ্রামগঞ্জ বাজার পরিক্রমা করে সিপিআইএম বিশ্রামগঞ্জ জেলা অফিসের সামনে পথ সভায় মিলিত হয়েছে। পথসভায় উপস্থিত ছিলেন রাসবিহারী দাস, তফসিল জাতির সমন্বয় সমিতির সিপাহীজলা জেলা সম্পাদক তপন দাস, রাজ্য কমিটির সম্পাদক সুদন দাস রাজ্য কমিটির সভাপতি রতন ভৌমিক। পরবর্তী সময়ে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল ডিএমের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬৮৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স :** **একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৪৪৫৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৯৮৩, ৯৪৩৬৬৪৬৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৫৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন :** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক :** জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম : ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪৫০৫০০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান :** **নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৮৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৬৩৭০৫৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৯৮৬৯৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস :** প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ :** **পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৪৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৫৪, **বিদ্যুৎ :** **বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৬৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮০০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খেলাধুলার প্রতি যুব সমাজ আকৃষ্ট হলে যুব সমাজকে নেশা মুক্ত করা সম্ভব: মন্ত্রী বিকাশ

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: খেলাধুলার প্রতি যুব সমাজ আকৃষ্ট হলে যুব সমাজকে নেশা মুক্ত করা সম্ভব। তাই রাজ্য সরকারের নেশা বিরোধী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে যুবকদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহিত করার লক্ষ্যে রাজ্যভিত্তিক পঞ্চায়েত স্তরে খেলাধুলার আয়োজন করেছে। আজ খোয়াই জেলা শাসকের উদ্যোগে তেলিয়ামুড়া আরডি ব্লকের অধীন লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন মহারানীপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গনে এক প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে একথা বলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।
এদিনের ওই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, জেলা পরিষদের সদস্য রঞ্জিত সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবক বিজন কর,নির্মল দেবনাথ সহ পঞ্চায়েত স্তরের আমন্ত্রিত অতিথিরা।
এদিন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আহব্বানে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে প্রশাসনিক উদ্যোগে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে যুবক-যুবতীদের খেলাধুলার প্রতি উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে গোটা রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা আয়োজন করা হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসাবে বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহারানীপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের মাঠে এই পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এক প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে।
তাঁর কথায়, বর্তমানে যুবক যুবতিরা যেভাবে বিভিন্ন নেশা দ্রব্যের উপর আকৃষ্ট হয়ে দিনের পর দিন ধ্বংসের মুখে পতিত হচ্ছে আর তাতে করে যুবসমাজ ধ্বংসের পথে নিমজ্জিত হচ্ছে। খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট হলে নেশার করাল গ্রাস থেকে যুব সমাজ রক্ষা করা যাবে। আর তারই জন্য রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন পঞ্চায়েত স্তরে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। নেশা যুক্ত নয় নেশা মুক্ত ত্রিপুরার গড়ার ডাক দিলেন এদিনের এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

ক্ষিতীশ দেব মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলা কেন্দ্রে ব্যাপক উৎসাহের সাথে ক্ষিতীশ দেব মেমোরিয়াল সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার কমিটি আয়োজিত বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যিষ্ণু দেব বর্মন উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রাক্তন মুখ্য বিচারপতি শুভাশিস তলাপাত্র, এমবিবি কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ শম্ভুনাথ রক্ষিত, তেলিয়ামুড়া তথা ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনোরঞ্জন গোপ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
উল্লেখ্য, তেলিয়ামুড়ার প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যাক্তিত্ব ক্ষিতীশ দেবের প্রয়াণে উনার সুযোগ্য পুত্র সন্তান রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবী ভাস্কর দেবের উদ্যোগে ক্ষিতীশ দেব মেমোরিয়াল সোসিয়াল ওয়েলফেয়ার কমিটি আয়োজন করে তেলিয়ামুড়া মহকুমার পনেরোটা স্কুলের বিশেষ ক্যাটাগরির ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনায় সাহায্য করার জন্য বৃত্তি প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে এই আয়োজন ব্যাপক সাড়া তৈরি করেছে। এদিনের এই আয়োজনে উপস্থিত থেকে জিষ্ণু কর্তা এই প্রকারের সমাজ দরদী আয়োজনের ব্যাপক প্রশংসা করেন এবং সমাজকে বিকশিত করার প্রশ্নে বিভিন্ন আঙ্গিকে সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের প্রতিনিধিদের দায়িত্ব সহকারে ভূমিকা পালন করার আহ্বান রাখেন।
তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই প্রকারের উদ্যোগ বাস্তবিক অর্থে আগামী দিনে শুধু তেলিয়ামুড়া না, গোটা রাজ্যকে নতুনভাবে পথ দেখাবে। এছাড়াও অন্যান্য বক্তারা গোটা আয়োজনের ব্যাপক প্রশংসা করে আগামী দিনে এই আয়োজন আরো বিকশিত হবে, সেই প্রত্যাশা রাখেন।
গোটা অনুষ্ঠান মঞ্চে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি তেলিয়ামুরার প্রাক্তন শিক্ষক ক্ষিরোদ রঞ্জন দেব। গোটা অনুষ্ঠানে স্থানীয় শিল্পীরা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে অনন্য পরিমণ্ডল তৈরি করেন।

কামালঘাটে শুরু নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

কুমারঘাট, ৯ জানুয়ারি।। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কামালঘাট ক্রিকেট মাঠে অদ্য ৯ই জানুয়ারী শুরু হয়েছে বেনীমাধব দত্ত নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, নবনির্বাচিত মন্ডলের সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জিত কুমার দাস, ক্রীড়া প্রেমী মিল্টন ঘোষ সহ অনেকে। উদ্বোধনী দিনে দশমী ঘাট বনাম ভাটি ফটিকছড়ার মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দশমী ঘাট প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৮৯ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। জবাবে খেলতে নেমে ভাটি ফটিকছড়া ৮২ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। সাত রানে দশমীঘাট বিজয়ী হয়। বিজয়ী দলের উৎপল বনিক সর্বোচ্চ২৩ রান করে। উক্ত খেলায় ২৮ টি দল খেলার জন্য নথিভুক্ত করে আরও কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করতে পারে বলে উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শীতের আমেজ প্রচুর দর্শক সমবেত হয়েছিল ক্রিকেট মাঠে।

১২ জানুয়ারী থেকে শুরু পাবলিক স্কুল আয়োজিত প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্ট ২০২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: আগামী ১২ জানুয়ারী রবিবার সকাল নয়টায় বলদাখাল স্কুল মাঠে শুরু হবে আগরতলা পাবলিক স্কুল আয়োজিত প্রাইজমানি ভলিবল টুর্নামেন্ট ২০২৫। এতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আটটি দল অংশ নেবে। এন্টি ফি দুইশত টাকা। চ্যাম্পিয়ান টিম এবং রানার্স টিম পাবে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা এবং ৭ হাজার টাকা। বেস্ট প্লেয়ার পাবে দুই হাজার টাকা। এছাড়া প্রত্যেক টিমকে যাতায়াত খরচ বাবত ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।
এদিন বিকাল চারটায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন রাজ্যের যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কু রায় মহোদয়, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি শ্রী রতন চক্রবর্তী এবং যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের অধিকর্তা এসবি নাথ। ঐদিন খেলার মাঠে উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করতে ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকদের অনুরোধ জানাচ্ছি।

যুব সংগঠনের

● প্রথম পাতার পর
যাচ্ছে রাজ্যের বাম-যুব সংগঠন। ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন এবং উপজাতি যুব ফেডারেশনের ডাকে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমাতেও আন্দোলন সংগঠিত করলো যুবশক্তি।কুয়াশা ঢাকা শীতের সকালে কুমারঘাটের সিপিআইএম মহকুমা অফিসের সামনে থেকে বের হয় যুবদের মিছিল। কুমারঘাট থেকে ফটিকরায়ে দীর্ঘ চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ফটিকরায় বাজারে জমায়েতে মিলিত হয় যুব ব্রিগেড। উপস্থিত ছিলেন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, উপজাতি যুব ফেডারেশনের প্রাক্তন সাধারন সম্পাদক অমলেন্দু দেব্বর্মা, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্য সহ সভাপতি বাসুদেব ভট্টাচার্য্য, দলের মহকুমা সম্পাদক সমিরন মালাকার সহ অন্যান্যরা।প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে যুবনেতা পলাশ ভৌমিক অভিযোগ করেন, বিজেপি ক্ষমতায় বসার আগে কর্মসংস্থান নিয়ে রাজ্যের বেকারদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো তা সাত বছরেও পূরন করতে পারেনি সরকার। রাজ্যের সরকারী দপ্তরগুলো ধুঁকছে কর্মীস্বল্পতায়। তিনি অভিযোগ করেন যারা নেশামুক্ত ত্রিপুরার স্লোগান দিয়েছিলো তারাই যুবদের আজ নেশার দিকে ধাবিত করছে। বিদ্যালয় বন্ধ করে বিলেতি মদের দোকানের ছাড়পত্র বন্টনে সরকার ব্যাস্ত বলে অভিযোগ করেন পলাশ ভৌমিক।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর
প্রশংসা করেছেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।
প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং বিশ্ব মঞ্চে গর্বের সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়ার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রী মোদী উল্লেখ করেন যে, গত এক দশকে তিনি অসংখ্য বিশ্বনেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, যাঁরা প্রবাসী ভারতীয়দের সামাজিক মূল্যবোধ এবং নিজ নিজ সমাজে অবদান রাখার জন্য প্রশংসা করেছেন।
ভারত শুধুমাত্র গণতন্ত্রের ধাত্রীভূমি নয়, ভারতীয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত গণতন্ত্রের চেতনা — এই মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রবাসী ভারতীয়রা নিজ নিজ কর্মস্থলে সেখানকার বিকাশে অবদান রাখার পাশাপাশি, নিজের দেশের প্রতিও দায়িত্ব পালন করছেন একনিষ্ঠভাবে। তিনি আরও বলেন, তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে ভারতের প্রতিটি গর্ব ও সাফল্যের উদযাপন করেন।
একবিংশ শতাব্দীর ভারতের অবিশ্বাস্য গতি ও উন্নয়নের মাত্রা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাত্র ১০ বছরে ভারত ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতিতে উন্নীত হয়েছে। ভারত শীঘ্রই তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে বলে তিনি আস্থা ব্যক্ত করেন।
ভারতের সাফল্যের প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রযান অভিযান কিংবা ডিজিটাল ইন্ডিয়ার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি, উড়ান, বৈদ্যুতিন যানের প্রসার, মেট্রো রেলপথ কিংবা বুলেট ট্রেন প্রকল্প নতুন ভারতের ছবি তুলে ধরে বলে তিনি মনে করেন। শ্রী মোদী আরও বলেন, ভারত এখন "মেড ইন ইন্ডিয়া" যুদ্ধবিমান ও পরিবহণ বিমান তৈরি করছে। আগামীদিনে প্রবাসী ভারতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিতরা আসবেন এই "মেড ইন ইন্ডিয়া" বিমানে চেপে।
একের পর এক সাফল্যের শিখর স্পর্শ করা ভারত শুধু নিজের নয়, বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলির অর্থাৎ, গ্লোবাল সাউথ-এর স্বরকেও বিশ্বের আঙিনায় তুলে ধরতে উদ্যোগী বলে আবারও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, জি-২০-তে আফ্রিকান ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করায় ভারতের উদ্যোগ মানবতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতিকে তুলে ধরে।
সাফল্য এবং সম্ভাবনার কারণে ভারতের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক ভূমিকার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আজকের ভারত তার নিজস্ব বক্তব্য যেমন দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে, তেমনি দেখিনি বিশ্বের কণ্ঠস্বরকেও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরে। তিনি আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি-২০ এর স্থায়ী সদস্য করার জন্য ভারতের প্রস্তাবের সর্বসম্মত সমর্থনের কথা তুলে ধরে 'মানবতা প্রথম'-এর প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেন।
শ্রী মোদী ভারতীয় প্রতিভার বৈশ্বিক স্বীকৃতির ওপর জোর দেন, যেখানে পেশাদাররা বড় বড় সংস্থার মাধ্যমে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছেন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে যাঁরা প্রবাসী ভারতীয় সম্মান পাচ্ছেন, তাঁদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন, বিশ্ব দক্ষতার চাহিদা মেটাতে ভারত কয়েক দশক ধরে বিশ্বের সর্বকনিষ্ঠ ও দক্ষ জনগোষ্ঠী হয়ে থাকবে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, অনেক দেশ এখন দক্ষ ভারতীয় যুবকদের স্বাগত জানায় এবং ভারত সরকার বিদেশে যাওয়া ভারতীয়দের ক্রমাগত দক্ষতা, পুনরায় দক্ষতা এবং আপ-স্কিলিং প্রচেষ্টার মাধ্যমে উচ্চ দক্ষতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে এবং তাঁদের নিরাপত্তা ও কল্যাণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সঙ্কটের সময়ে প্রবাসী ভারতীয়দের সহায়তা করা ভারতের দায়িত্ব, যা ভারতের বৈদেশিক নীতির মূল নীতির প্রতিফলন। তিনি আরও বলেন, গত এক দশকে বিশ্বজুড়ে ভারতীয় দূতাবাস এবং অফিসগুলি সংবেদনশীল এবং সক্রিয় হয়েছে। একসময়, ভারতীয় দূতাবাসের সুবিধা পেতে দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণ করার এবং অনেক দিন অপেক্ষা করতে হতো- অনেক ভারতীয়ের এমন অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে শ্রী মোদী বলেন, গত দুই বছরে ১৪টি নতুন দূতাবাস ও বাণিজ্য দূতাবাস খোলার মাধ্যমে এই বিষয়গুলি এখন সমাধান করা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, মরিশাসের সপ্তম প্রজন্ম এবং সুরিনাম, মার্টিনিক ও গুয়াদেলুপের ষষ্ঠ প্রজন্মের ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিরা ওসিআই কার্ডের সুবিধা পাচ্ছেন।
প্রধানমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী প্রবাসী ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য ইতিহাসের কথা তুলে ধরে বিভিন্ন দেশে তাঁদের সাফল্যকে ভারতের ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি এই আকর্ষণীয় এবং অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলিকে আমাদের অভিন্ন ঐতিহ্য এবং ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে ভাগ করে নেওয়ার, প্রদর্শন করার এবং সংরক্ষণ করার আহ্বান জানান। বহু বছর আগে ভিনদেশে চলে যাওয়া ভারতীয়দের প্রসঙ্গ তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে উঠে এসেছে বলে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী এ সংক্রান্ত দলিল রক্ষা করার আহ্বান জানান। বহু শতাব্দী আগে গুজরাটের বেশ কয়েকটি পরিবার ওমানে বসতি স্থাপন করেছিল, তাঁদের ২৫০ বছরের যাত্রাকে অনুপ্রেরণামূলক বলে প্রশংসা করেন এবং বলেন যে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হাজার হাজার নথিকে ডিজিটালাইজ করার জন্য একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, একটি 'মৌখিক ইতিহাস প্রকল্প' নেওয়া হয়েছিল, যেখানে সেখানকার প্রবীণ সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
বিভিন্ন দেশে প্রবাসীদের সঙ্গে একই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়ে শ্রী মোদী "গিরমিতিয়া 'ভাই-বোনদের উদাহরণ তুলে ধরেন। তিনি ভারতের যে গ্রাম ও শহরগুলি থেকে এগুলির উৎপত্তি হয়েছে এবং যে জায়গাগুলিতে তারা বসতি স্থাপন করেছে সেগুলি চিহ্নিত করার জন্য একটি ডাটাবেস তৈরির আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তাঁদের জীবনকে নথিভুক্ত করা, কীভাবে তাঁরা চ্যালেঞ্জকে সুযোগে পরিণত করেছেন, তা চলচ্চিত্র ও তথ্যচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী গিরমিতিয়া ঐতিহ্য অধ্যয়ন ও গবেষণার গুরুত্বের কথা তুলে ধরে এর জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, আধুনিক ভারত বিকাশ ও ঐতিহ্য রক্ষার মন্ত্র নিয়ে চলেছে। জি-২০-র সভাপতিত্বের সময় এ দেশে এ সংক্রান্ত নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী কাশী তামিল সঙ্গমম, কাশী তেলুগু সঙ্গমম কিংবা সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমম-এর কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী আসন্ন সন্ত থিরুভল্লুভার দিবসের কথা তুলে ধরে তাঁর শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য থিরুভল্লুভার সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, সিঙ্গাপুরে প্রথম কেন্দ্রটি শুরু হয়েছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হিউস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি তিরুভল্লুভার চেয়ার স্থাপন করা হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে তামিল ভাষা ও ঐতিহ্য এবং ভারতের ঐতিহ্যকে বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দেওয়া হবে।
ভারতের বিভিন্ন ঐতিহ্যপূর্ণ অঞ্চলকে সংযুক্ত করায় বিভিন্ন উদ্যোগের প্রসঙ্গ উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে। এ প্রসঙ্গে তিনি রামায়ণ এক্সপ্রেস, ভারত গৌরব ট্রেন ও বন্দে ভারত ট্রেনের কথা বলেন। বিশেষ প্রবাসী ভারতীয় এক্সপ্রেস ট্রেনের প্রায় ১৫০ আরোহীকে ১৭টি জায়গায় যেতে পারবেন বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। তিনি সবাইকে ওড়িশার অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শনের জন্য উৎসাহিত করেন এবং প্রয়াগরাজের আসন্ন মহাকুম্ভকে তুলে ধরে সকলকে এই সুযোগটি কাজে লাগানোর আহ্বান জানান।
প্রধানমন্ত্রী ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতায় প্রবাসী ভারতীয়দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্বীকার করে বলেন যে, প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতের বিকাশে অবদান রাখছে, যা ভারতকে বিশ্বের শীর্ষ রেমিটেন্স প্রাপক করে তুলেছে। তিনি ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যের ওপর জোর দেন। শ্রী মোদী প্রবাসী ভারতীয়দের আর্থিক পরিষেবা ও বিনিয়োগের চাহিদা মেটাতে গিফট সিটি ইকোসিস্টেমের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন এবং উন্নয়নের দিকে ভারতের যাত্রাকে শক্তিশালী করতে এর সুবিধাগুলি কাজে লাগাতে উৎসাহিত করেন।
শ্রী মোদী বলেন, প্রবাসী ভারতীয়দের প্রতিটি প্রচেষ্টা ভারতের অগ্রগতিতে অবদান রাখে। ঐতিহ্যবাহী পর্যটনের সম্ভাবনার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত শুধুমাত্র তার প্রধান মেট্রো শহরগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে টায়ার-টু এবং টায়ার-থ্রি শহর যেমন আছে তেমনি গ্রামও রয়েছে, যারা ভারতের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে। তিনি তাঁদের পরবর্তী ভারত সফরে অ-ভারতীয় বংশোদ্ভূত অন্তত পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন।
মা ও পৃথিবী মা সম্পর্কিত আরেকটি আবেদন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সাম্প্রতিক গায়ানা সফরের কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি গায়ানার রাষ্ট্রপতির সঙ্গে "এক পেড় মা কে নাম ' অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইতিমধ্যেই এই অনুষ্ঠান করে চলেছেন। তিনি প্রবাসীদের উদ্দেশে বলেন যেখানেই থাকুন না কেন, নিজ মায়ের নামে একটি চারা গাছ রোপণ করুন। তিনি আস্থা প্রকাশ করেন যে, তাঁরা যখন ভারত থেকে ফিরবেন, তখন তাঁরা তাঁদের সঙ্গে উন্নত ভারতের সংকল্প নিয়ে আসবেন। ভাষণ শেষ করে প্রধানমন্ত্রী সকলের সুস্বাস্থ্য ও সম্পদের সঙ্গে সমৃদ্ধ ২০২৫-এর শুভেচ্ছা জানান এবং তাঁদের ভারতে ফিরে আসার জন্য স্বাগত জানান।
ওড়িশার রাজ্যপাল ডঃ হরি বাবু কামভামপতি, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, অশ্বিনী বৈষ্ণব, প্রহ্লাদ যোশী, ধর্মেন্দ্র প্রধান, জুয়েল ওরাম এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শোভা করন্দলজে, কীর্তি বর্ধন সিং, পবিত্র মার্গেরিটা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।
পটভূমি
প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন হল ভারত সরকারের প্রধান অনুষ্ঠান যা প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও যুক্ত হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ এবং এর মাধ্যমে প্রবাসীরা একে অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পান। ওড়িশা সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে ২০২৫ সালের ৮ থেকে ১০ই জানুয়ারি ভুবনেশ্বরে অস্টাদশ প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এবারে সম্মেলনের থিম হল বিকশিত ভারতে প্রবাসীদের অবদান। প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য ৫০ টিরও বেশি দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় সদস্য নিবন্ধন করেছেন।
প্রধানমন্ত্রী দূর থেকে ভারতীয় প্রবাসীদের জন্য একটি বিশেষ পর্যটন ট্রেন, প্রবাসী ভারতীয় এক্সপ্রেসের উদ্বোধনী যাত্রার সূচনা করেন, যা দিল্লির নিজামুদ্দিন রেল স্টেশন থেকে ছাড়বে এবং তিন সপ্তাহের সফরে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও ধর্মীয় স্থান দেখাবে। প্রবাসী তীর্থ দর্শন যোজনার আওতায় প্রবাসী ভারতীয় এক্সপ্রেস পরিচালিত হবে।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর
মোটর স্ট্যান্ড থেকে দুই শতাধিক মোটর শ্রমিকের এক মিছিল বের হয়। বিএমএস- এর জেলা সম্পাদক রাজু দাসের নেতৃত্বে হয় এই মিছিল। এতেই বুধবার রাতের ঘটনাটি পুরো বিশালগড়বাসী জেনে যায়। আচমকা শহরে এমন মিছিল এবং মিছিল থেকে এই সংগঠনেরই আরেক পদাধিকারীর বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক স্লোগানে হতভম্ব হয়ে যায় শহরবাসী।মিছিলটি শেষ হয় বিশালগড় থানায় গিয়ে। থানায় সজল দেবের বিরুদ্ধে মোটরস্ট্যান্ডস্থিত ইউনিয়নের অফিস ভাংচুর লুঠ এবং একাধিক অটো শ্রমিকদের উপর হামলার লিখিত অভিযোগ করে সজল দেবের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়। তাদের আরো অভিযোগ সজল দেব বিএমএসের নেতা নাম ভাঙ্গিয়ে শ্রমিকদের হেনস্থা ও হয়রানি করে। বর্তমানে সে মোটর শ্রমিক সংগঠনের কোন দায়িত্বে না থাকলেও সংগঠনে নিজের প্রভাব দেখাতে অনধিকার হস্তক্ষেপ করে। অতীতে সংগঠনের দায়িত্বে থাকতে অনেক আর্থিক তছরুপে জড়িত সে। অন্যদিকে সজল দেব ও তার বাড়িতে ধারালো অস্ত্র, ইট ইত্যাদি দিয়ে হামলা করার অভিযোগ করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি দাবি জানিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করেন।এদিকে গতকালের ঘটনার রেশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা বেলায়ও রাজু দাস গোষ্ঠীর এক মোটর শ্রমিককে রাস্তায় একা পেয়ে মারধর করার অভিযোগ সজল দেব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। শাসক দলের শ্রমিক সংগঠনের দুই গোষ্ঠীর এমন উশৃঙ্খলতায় বুধবার বিশালগড় আমবাগান এলাকার মানুষ এক আতঙ্কের মধ্যে রাত্রিযাপন করেন। যদিও পুলিশ ঘটনার শেষে এসে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন। উক্ত ঘটনায় এখনো থমথমে বিশালগড়ের বর্তমান পরিস্থিতি।

টিএসইউ

● প্রথম পাতার পর
২০ জানুয়ারি প্রতিবাদ সংঘটিত করবে এসএফআই এবং টিএসইউ।
বৃহস্পতিবার ছাত্র যুব ভবনে এসএফআই এবং টিএসইউ এর উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সন্দীপন দেব বলেন, গত ৩০ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক ও রাজ্যের বিদ্যালয়ের শিক্ষা দপ্তর ও সাক্ষরতা দপ্তর একটি সমীক্ষা প্রকাশ করেছে। এই সমীক্ষায় সরকারি বিদ্যালয়ে এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে। সমীক্ষায় জানানো হয়েছে, ২০১৮-১৯ সালে রাজ্য সরকারি বিদ্যালয় ছিল ৪৩০৯ টি। ২০২৩-২৪ সালে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪২৩৮ টি। অপরদিকে ২০১৮-১৯ সালে বেসরকারি বিদ্যালয় ছিল ৩৪৩ টি। ২০২৩-২৪ সালে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৯৫ টি।অর্থাৎ গত পাঁচ বছরে রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয় কমেছে ৭১ টি।ত্রিপুরায় সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় ২০১৮-১৯ সালে ছিল ৪৬ টি, বর্তমানে চারটি বিদ্যালয় বন্ধ হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে রাজ্যে সরকারি বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিক্ষক ছিলেন ৩৮,৯৮৬ জন এবং ২০২৩-২৪ সালে কমে হয়েছে ২৮,৭১০ জন। অর্থাৎ ৯২৪৮ জন শিক্ষক সরকারি বিদ্যালয় কমেছে। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে শিক্ষক ছিল ১২১৪ জন এবং ২০২৩-২৪ সালে বেড়ে হয়েছে ১০৬৪ জন। সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষক কমেছে ১৫০ জন। ২০১৮-১৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ৮৬৮ জন, ২০২৩-২৪ সালে সরকারি বিদ্যালয়ের ছাত্রের সংখ্যা কমে হয়েছে ৫ লক্ষ ৮ হাজার ৩৬ জন। অপরদিকে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছাত্র সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ২৩ হাজার ৬৬৭ জন। ২০২৩-২৪ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ ৪০ হাজার ৭৬৩ জন। অর্থাৎ সরকারি বিদ্যালয়ে পাঁচ বছরে ছাত্র সংখ্যা কমে হয়েছে ৬৩ হাজার ৮৩২ জন। অপরদিকে বেসরকারি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা বেড়েছে ১৭ হাজার ৯৬ জন। অপরদিকে সরকার অনুদান প্রাপ্ত বিদ্যালয় গুলিতেও ১৩৩৭ জন ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

আহত ৩

● প্রথম পাতার পর
আসামাত্রই অপর দিক থেকে আসা বাইকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে অপর বাইকে থাকা সেজুয়ান আলী ও উসমান আলী মাটিতে ছিটকে পড়ে যায়। ঘটনার বিকট শব্দ শুনে এলাকাবাসী ঘটনাস্থলে এসে জড়ো হয়।, খবর দেওয়া হয় কৈলাসহর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে, দপ্তরের কর্মীরা এসে আহত তিন যুবককে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই

● প্রথম পাতার পর
আমলে উপজাতি হিসাবে আখ্যায়িত করা হতো, জনজাতিদের যদি ধ্বংস করে থাকে সেটা হলো সিপিআইএম, ২০ টি এসটি সিট জয়ের লক্ষ্যে রাজনৈতিক স্বার্থে মুর্খ বানাও গরীব বানাও এই নীতি ছিল সিপিআইএমের। আসলে এই অভিযান জনজাতিদের স্বার্থে নয়। এই ছাড়া এই দিন জেলা সভাপতি ছাড়াও মোর্চার রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক উপেন্দ্র দেববর্মা বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর জনজাতিদের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, বিজেপি সরকারের আমলে জাতি উপজাতি একসাথে মিলেমিশে বাস করছে। রাজ্যে শান্তি ও সদভাব বজায় আছে। সিপিআইএম যে অপপ্রচার চালাচ্ছে জনজাতিদের জন্য উন্নয়ন হয়নি তা মিথ্যা কথা। বিজেপি সরকার জনজাতিদের স্বার্থে কাজ করছে বলে বিরোধীতার চেষ্টা করছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন জনজাতি মোর্চার রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক।

আহত ৩

● প্রথম পাতার পর
তিনজন এতে গুরুতর আহত হয়। এদিকে গোপাল দাস "র বড় ছেলে সেই খবর পেয়ে কমলপুর থানা থেকে পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলে ভরত সৎনামি "র পক্ষের লোকেরা পালিয়ে যায়। এদিকে আহতদের কমলপুর বিএসএম হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখানে গোপাল দাস ও গীতা দাস "র আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে ধলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে পুলিশ ভরত সৎনামি ও নাবালিকা কন্যাকে থানায় নিয়ে আসে। জানা যায় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকেই দুজনের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে উঠে। জানা যায় গোপাল দাস "র পরিবারের পক্ষ থেকে ভরত সৎনামির পরিবারের বিরুদ্ধে থানায় একটি মামলা করা হচ্ছে।

৩ বছরের শিশু

● প্রথম পাতার পর
পথ বেছে নেয় ঝর্না দাস বিশ্বাস। এতে করে মাতৃহারা হয় তিন বছরের শিশু সন্তান।ওই ঘটনায় পরিবারের লোকজনের দাবি এই আত্মহত্যার পিছনে সুমন গোপ জরিত রয়েছে। গত ৬ জানুয়ারী পরিবারের তরফ থেকে থানায় মামলা করা হলেও পুলিশ এখনো কোনো প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করেননি বলে পরিবারের লোকজনের আরও অভিযোগ। অবশেষে বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে দোষীর শাস্তির দাবি করেন মৃতার স্বামী।

কনভেশন রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর
সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের উত্তর পূর্বাঞ্চল যুব কনভেনশন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যুব কংগ্রেসের সম্মেলনের জন্য রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে হল নিতে সরকারের তরফ থেকে বাধা দেওয়া হচ্ছে।

প্রতিবাদে ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর
বিরুদ্ধে প্রায় ৬ মাস ৭ মাস পর পর একটি কি দুইটি মামলা দায়ের করা হতো। সাধারণ অপরাধের মামলা দেওয়া হতো যা কম জরিমানার মাধ্যমে ছাড় পেয়ে যেত তারা। কিন্তু বর্তমানে প্রায় প্রতিদিনই তাদের বিরুদ্ধে রেলের বিভিন্ন সামগ্রী চুরি সহ একাধিক গুরুতর মামলা দেওয়া হচ্ছে। এদিন তিনি আরও বলেন, তাই আলোচনার মাধ্যমে যেন সেই সমস্যা সমাধান করা যায় এবং গরিব হকাররা যেন হকারি করে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারে সেই ব্যাপারে আজ এই ডেপুটেশন প্রদান করে তারা।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর
এদিকে সাধারণ প্রশাসনের আবগারি দপ্তর থাকলেও তাদের তৎপরতা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। আবগারি বিভাগের সক্রিয়তার প্রয়োজন বলে মনে করেন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিকরা।

টিএফএ আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা লীগ ফুটবল, আগরতলা ও ধর্মনগরে জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের হ্যাটট্রিক পানিসাগর স্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের। পরপর তিন ম্যাচে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে পানিসাগরস্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এখন প্রথম লীগে একক ভাবে শীর্ষে রয়েছে। প্রথম লীগে তাদের আরও দুটো ম্যাচ রয়েছে। খেলা হচ্ছে ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়া অস্মিতা ফুটবল লিগ অনূর্ধ ১৩ বয়স বিভাগের। রবিবার থেকে প্রতিযোগিতা শুরু হলেও একদিন অন্তর এই টুর্নামেন্টের তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় আজ, বৃহস্পতিবার প্রথম লীগের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম খেলায় সীমনা স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে অক্সিলিয়ান গার্লস স্কুলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের পক্ষে কেপ্রিয়া মলসুম একাই গোল দুটি করে যথাক্রমে ২৭ ও ৩৩ মিনিটের মাথায়। অপর খেলায় পানিসাগর স্থিত ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল ৫-০ গোলের বিশাল ব্যবধানে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক ক্লাবকে পরাজিত করেছে। এই জয়ের সুবাদে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। বিজয়ী দলের পক্ষে থাম্পুই ডার্লং একাই চারটি গোল করেছে খেলার যথাক্রমে ১৭, ৩৪, ৪৭ ও ৪৯ মিনিটের মাথায়। অপর গোলটি করেছে জুহিনা চাকমা খেলার ২৯ মিনিটে। প্রথম লীগের অপর খেলায় মৌচাক ক্লাব ন্যূনতম গোলে নবোদয় সংঘ কে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। বিজয়ী মৌচাকের পক্ষে অন্বেষা সরকার জয়সূচক গোলটি করে। এদিকে উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে তীলথৈ রূপচরণ স্কুল মাঠে আয়োজিত খেলো ইন্ডিয়ার অস্মিতা অনূর্ধ ১৭ ফুটবল লিগের লিগেও আজ, বৃহস্পতিবার প্রথম লীগের তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফুলো ঝানো অ্যাটলেটিক ক্লাব ৩-০ গোলে পানিসাগর হোলি ক্রস স্কুলকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের সুস্মিতা গৌড় একাই দুটি গোল করেছে। অপর গোলটি এসেছে কুন্তী ওড়াং-এর পা থেকে। অপর খেলায় হাফলং ছড়া ফুটবল ক্লাব ন্যূনতম গোলে হুড়ুয়া ফুটবল ক্লাবকে পরাজিত করেছে। বিজয়ী দলের সোনালী কোয়ার জয় সুচক গোলটি করে। এদিকে বালিছড়া ও যুবরাজনগর ফুটবল প্লে সেন্টারের মধ্যে ম্যাচটি এক-এক গোলে অমীমাংসিত অবস্থায় শেষ হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ও জেআরসি-র বন্ধুত্বপূর্ণ ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের মধ্যে এক বন্ধুত্বপূর্ণ-প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনে হাজারো ব্যস্ততা সত্ত্বেও রাজধানীর শহর দক্ষিণাঞ্চলের উত্তর রাধারঘাটস্থিত ঐতিহ্যবাহী স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের আয়োজনে বিনোদনের উদ্দেশ্যে একদিনের জন্য মাঠে ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করতে পেরে দু-দলের খেলোয়াড় এবং আয়োজকরা অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচের মধ্য দিয়ে দুটি ক্লাবের সম্পর্ক জারি থাকবে বলে খেলোয়াড় এবং অতিথিদের প্রত্যেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ডি নগর স্কুল গ্রাউন্ডে বেলা সাড়ে দশটায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। জেআরসি নির্ধারিত ১৬ ওভার খেলে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব ১২.২ ওভার খেলে ৬ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। খেলায় দুর্দান্ত ব্যাটিং পারফরম্যান্স অপরাজিত ৩২ রান সংগ্রহের সুবাদে সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে পলাশ দেবনাথ, ১০ রানে ৩টি উইকেট তুলে নিয়ে সেরা বোলার হিসেবে জাকির হোসেন, দুর্দান্ত ৩টি উইকেট এবং চারটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ব্যক্তিগত ২৫ রান সংগ্রহের সুবাদে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হিসেবে কিষান চক্রবর্তীকে সুদৃশ্য ট্রফি দেওয়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের হয়ে অনুপ পাল (অধিনায়ক), জয়ন্ত পাল, তপন পাল, কিষান চক্রবর্তী, দ্বীপ শর্মা, দেবজিৎ দত্ত, শ্রীবাস বনিক, পলাশ দেবনাথ, গৌতম দেব, প্রশান্ত ভৌমিক, লক্ষণ দেব যেমন দুর্দান্ত খেলেছেন, তেমনি জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের হয়ে সুব্রত দেবনাথ (অধিনায়ক), মিলটন ধর, দিব্যেন্দু দে, প্রসেনজিৎ সাহা, জাকির হোসেন, কিরীটি দত্ত, শিসান চক্রবর্তী, সায়ন দাস, কুমার চৌধুরী, প্রসেনজিৎ দে দারুণ খেলা উপহার দিয়েছেন। খেলা শেষে স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব প্রাঙ্গনে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিবর্গ তথা ক্লাবের সভাপতি সরযূ চক্রবর্তী, কার্যকরী সদস্যবৃন্দ এবং জেআরসি-র সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমুখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে খেলোয়ারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ম্যাচ শুরুর আগে অতিথিবৃন্দ দু-দলের খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষে সম্পাদক অভিষেক দে পেশাগত দায়িত্ব পালনে মাঠের বাইরে থাকলেও স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের প্রত্যেক কর্মকর্তা এবং দুদলের খেলোয়াড় সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। আম্পায়ার দীপঙ্কর দন্ড ও রাজা চক্রবর্তীকে আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্মারক উপহারে সংবর্ধিত করা হয়েছে।

সদর ক্রিকেটে ব্লাডমাউথকে হারিয়ে গ্রুপ রানার্স প্রগতি প্লে সেন্টার

প্রগতি প্লে সেন্টার - ৩০০/৩ ব্লাড মাউথ - ৪৭

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দ্বিতীয় স্থান পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো শক্তিশালী প্রগতি প্লে সেন্টার। বৃহস্পতিবার হেলায় পরাজিত করে গ্রুপের সবথেকে দুর্বল প্রতিপক্ষ ব্লাডমাউথ ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থায় আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যালয় মাঠে এদিন প্রগতি প্লে সেন্টার ২৫৪ রানে পরাজিত করে ব্লাড মাউথ ক্লাবকে। প্রথম বর্ষ আসরে অংশ নিয়ে সবকটি ম্যাচে পরাজিত হয়ে খালি হাতে শেষ করল ব্লাড মাউথ ক্লাব। এ দিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথম ব্যাট করতে নেমে প্রগতি প্লে সেন্টার নির্ধারিত ৪০ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে বিশাল ৩০০ রান করে। দলের পক্ষে আরাধ্য দাস তেষট্টি বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রানে এবং ঋদ্ধিমান কর ২৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারি এবং দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫০ অপরাজিত থেকে যায়।

এছাড়া দলের পক্ষে দেবপ্রিয় দে ৬৫ বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও একটি ওভআর বাউন্ডারির সাহায্যে একাত্তর রানে , প্রাঞ্জল দাস একাশি বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০ এবং শ্রেষ্ঠাংশু দেব ১৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি এবং দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ত্রিশ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে ব্লাড মাউথ ক্লাব বিশাল রানের নিচে চাপা পড়ে যায়। মাত্র ৪৭ রান করতে সক্ষম হয় ব্লাড মাউথ। দলের পক্ষে রনবীর রুদ্র পাল ১৪ রান করে ১৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে। এছাড়া দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পা রাখতে পারেনি। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৫ রান। প্রগতির পক্ষে আয়ুশ ঘোষ ৬ রানে ৩ টি, দেবপ্রিয় দে ৮ রানে এবং ঋদ্ধিমান কর ২১ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

বাধারঘাটকে হারিয়ে শেষ আটে খেলা নিশ্চিত কর্নেল কোচিং সেন্টারের

কর্নেল সি সি সি - ১৩০ বাধারঘাট - ৯৯

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আসরের সর্বনিম্ন রানের নাজীর গড়লো বাধারঘাট কোচিং সেন্টার। গড়লো মাত্র ৯ রান। কর্নেল কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। ড: বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে। আসরে পঞ্চম জয় পেয়ে শেষ আটে পৌঁছে গেল কর্নেল সি সি।সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে কর্নেল ক্রিকেট কোচিং সেন্টার ১৩০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে বিরাট সূত্রধর ৫১ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারের সাহায্যে ৩৬,অপরাজিত বৈশ্য ৩৮ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪, দেব ভৌমিক ২৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ এবং মণীশ নাগ ১৭ বল খেলে ১৩ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে প্রায় ২৪ রান। বাধারঘাট কোচিং সেন্টারের পক্ষে মৃণাল লস্কর নে তিনটি, অঙ্কিত সরকার ১৮ রানে এবং অমিতাভ দাস ২৫ রানে দুটি উইকেট দখল করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কর্নেলের বোলারদের দাপটে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় বাধারঘাটের ইনিংস। দল মাত্র ৯ রান করে। দলের ৭ জন ব্যাটসম্যান কোনও রান করেনি। কর্নেলের পক্ষে দেব ভৌমিক ৩ রানে ৪ টি এবং ঈশান দাস ১ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সম্ভাব্য ভারতীয় দল

বর্ডার গাভাসকর ট্রফির ব্যর্থতা মুছতে ভারতের নতুন লড়াই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে এই প্রতিযোগিতা। হাইব্রিড মডেলে ভারত খেলবে দুবাইয়ে। কোন দল নামবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে? সুযোগ পেতে পারেন কারা? অজি সফরের ব্যর্থতা অনেক নতুন প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। তার উত্তরও খুঁজতে হবে খোদ প্রশ্নচিহ্নের সামনে থাকা গম্ভীরকে। ওপেনিং: ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাই শুরুতে খেলবেন, তা একপ্রকার নিশ্চিত। টেস্টে যতই অফ ফর্ম থাক, ওপেনিংয়ে হিটম্যানের থাকার সম্ভাবনা বেশি। তবে এখানেই পরীক্ষা হয়ে যাবে ভবিষ্যতে রোহিত থাকবেন কি না? তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধতে পারেন যশস্বী জয়সওয়াল। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ভালো পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেতে পারেন তিনি। সেক্ষেত্রে প্রথম একাদশ থেকে বাদ পড়তে পারেন শুভমান গিল। তিন নম্বরে নামবেন বিরাট কোহলি। তাঁর টেস্ট ফর্মের অবস্থা খারাপ। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজেও রান পাননি। ফলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দলে থাকলেও চাপ কম হবে না। মিডল অর্ডার: চার নম্বরে নামার সম্ভাবনা শ্রেয়স আইয়ারের। ঘরোয়া ক্রিকেটে রানের মধ্যে আছেন তিনি। পাঁচ নম্বরে ভরসা জোগাবেন ঋষভ পন্থ। দলের প্রধান উইকেটকিপারও তিনি। সেই হিসেবে বাইরে বসতে হতে পারে কেএল রাহুলকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভালো শুরু করেও ধারাবাহিক হতে পারেননি। সূর্যকুমার যাদব সুযোগ পান কিনা সেটাও দেখার। ছয় ও সাত নম্বরে বেছে নেওয়া হতে পারে দুই অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া ও অক্ষর প্যাটেলকে। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে দুজনেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তালিকায় থাকতে পারেন নীতীশ কুমার রেড্ডি, তিলক বর্মা, রিঙ্কু সিং, ওয়াশিংটন সুন্দররা। অর্থাৎ বাদের খাঁড়া ঝুলছে অভিজ্ঞ রবীন্দ্র জাদেজার উপর। বোলার: স্পিনের দায়িত্ব কুলদীপ যাদব সামলাবেন কিনা, সেটাও প্রশ্ন। চোট থেকে পুরো ফিট হলেও বিজয় হাজারেতে খেলেননি। সুযোগ পেতে পারেন রবি বিষ্ণোই বা বরুণ চক্রবর্তী। অবশ্য পিচ ও পরিবেশের উপর অনেক কিছু নির্ভর করতে পারে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন একজনকে নিয়েই। তিনি মহম্মদ শামি। বাংলার পেসার ফিট কি ফিট নন, তার স্পষ্ট উত্তর সম্ভবত কারওর কাছেই নেই। বিজয় হাজারে ট্রফির শেষ দুই ম্যাচে পুরো ১০ বল করেননি। শামি যদিও আত্মবিশ্বাসী হয়ে সোশাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করেছেন।

বরোদাকে হারিয়ে আজ ২য় জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দাদারা চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছিল বরোদার বিরুদ্ধে। এবার বোনেদের লক্ষ্য সেই পরাজয়ের বদলা নেওয়া। কাজটা কঠিন হলেও অসম্ভব নয় তা মনে প্রানে বিশ্বাস করেন এঞ্জেল পাল-রা। ওই অবস্থায় শুক্রবার বরোদার মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা। অনূর্ধ - ২৩ বালিকাদের টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে। জামশেদপুরের কিনান স্টেডিয়ামে হবে ম্যাচটি। দু দলই তিনটি করি ম্যাচ খেলে নিয়েছে। তাতে বরোদা দুটি ম্যাচে জয় পেলেও ত্রিপুরা জয় পেয়েছে একটি ম্যাচে। ফলে শক্তির বিচারে কিছুটা হলেও এগিয়ে থেকে মাঠে নামবে বরোদা। শেষ ম্যাচে মিজোরামকে পরাজিত করে ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের মনোবল কিছুটা হলেও বেড়েছে। ওই মনোবলকে পুঁজি করেই আজ বরোদা বধ করতে নামতে চাইছেন অন্বেষা দাস-রা। ভালো খেলা নিয়ে আশাবাদী ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্টও।

প্রথম জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা আজ কেরালার মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আগামীকাল (শুক্রবার) মাঠে নামবে ত্রিপুরা এবং কেরালা। অনূর্ধ ১৯ বালিকাদের এক দিবসীয় ক্রিকেটে। নাগপুরে লেডি অমৃতবাই দাগা কলেজ মাঠে হবে ম্যাচটি। দু দলই আপাতত তিনটি করে ম্যাচ খেলে নিয়েছে। কিন্তু এখনও জয়ের মুখ দেখতে পারেনি। ফলে প্রথম জয়ের লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামবে দু দল। শক্তির বিচারে দুদলই সম শক্তি সম্পন্ন। ফলে যে দলের ক্রিকেটাররা ২২ গজে নিজেদের মেলে ধরতে পারবে সেই দলই প্রথম জয় পাবে। ত্রিপুরার টিম ম্যানেজমেন্ট আশাবাদী প্রথম জয় পাওয়ার জন্য। তবে এর জন্য ব্যাটসম্যানদের বড় ভূমিকা নিতে হবে তা ভালো করেই জানেন। সেই লক্ষ্যে ব্যাটসম্যানদের নিয়ে এদিন আলাদাভাবে সভা করেন টিম ম্যানেজমেন্ট। ক্রিকেটাররাও আশাবাদী আসরের প্রথম জয় পাওয়া নিয়ে।

জয় দিয়ে আসর শেষ করলেও মূল পর্ব অধরা মডার্ণ সেন্টারের

মডার্ন সি সি - ১৩১/৪ মৌচাক - ৫০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে মরশুম শেষ করলো মডার্ন সি সি। তবে মূল পর্ব অধরা রয়ে গেল এবার। বৃহস্পতিবার নিজেদের শেষ ম্যাচে মডার্ন সি সি ৮৪ রানে পরাজিত করে মৌচাক ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মডার্ন সি সি ১৩০ রান করে। দলের পক্ষে অনুজিৎ দাস ১৩২ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪ এবং প্রনদীপ সাহা ৬৪ বল খেলে চারটি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৮ রান করে। মৌচাকের পক্ষে সত্যজিৎ দেব ১৭ রানে ২ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে মৌচাক ৫০ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে অভিক দে ২১ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং সত্যজিৎ দেব ৬ বল খেলে দুটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করে। মডার্ন এর পক্ষে শুভদীপ দাস ১৭ রানে ৫ টি এবং নৈতিক দেবনাথ ৫ রানে ৪ টি উইকেট দখল করে।

কামালঘাটে শুরু নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কামালঘাট ক্রিকেট মাঠে অদ্য ৯ই জানুয়ারী শুরু হয়েছে বেনীমাধব দত্ত নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার উদ্বোধক ছিলেন পশ্চিম জেলার জেলা সভাধিপতি বলাই গোস্বামী, নবনির্বাচিত মন্ডলের সভাপতি শিবেন্দ্র দাস, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জিত কুমার দাস, ক্রীড়া প্রেমী মিল্টন ঘোষ সহ অনেকে। উদ্বোধনী দিনে দশমী ঘাট বনাম ভাটি ফটিকছড়ার মধ্যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। দশমী ঘাট প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৮৯ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। জবাবে খেলতে নেমে ভাটি ফটিকছড়া ৮২ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। সাত রানে দশমীঘাট বিজয়ী হয়। বিজয়ী দলের উৎপল বনিক সর্বোচ্চ২৩ রান করে। উক্ত খেলায় ২৮ টি দল খেলার জন্য নথিভুক্ত করে আরও কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করতে পারে বলে উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। শীতের আমেজ প্রচুর দর্শক সমবেত হয়েছিল ক্রিকেট মাঠে।

অনুরাগীকে হারিয়ে কো: ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করলো এনএসআরসিসি

ক্রিকেট অনুরাগী - ৬১ এন এস আর সি সি - ৬৩/৫

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পঞ্চম জয় পেয়ে তৃতীয় স্থান নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেল এন এস আর সি সি। বৃহস্পতিবার অনেকটা অনায়াসেই এন এস আর সি সি-কে পরাজিত করে ক্রিকেট অনুরাগীকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দ্বীপ পালের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে ক্রিকেট অনুরাগী টসে জয় লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৬১ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে দেবরাজ মজুমদার ৮০ বল খেলে পাঁচটি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৫ এবং সায়ন দাস ৫৯ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারি সাহায্যে ১৯ রান করে। দলের আর কোনও ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেনি। এন এস আর সি-র পক্ষে দ্বীপ দেব ১১ রানে চারটি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে এন এস আর সি সি ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে মহ: আরমান মিঁয়া ৩৫ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং অঙ্কিত ঘোষ ৬ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৪ রান করে। অনুরাগীর পক্ষে দেবরাজ মজুমদার ২৪ রানে তিনটি এবং উদিয়ন পাল ২১ রানে দুটি উইকেট দখল করে।

স্টেডিয়াম-বিতর্কের মাঝে বড় পদক্ষেপ পাকিস্তান বোর্ডের, বদলে গেল ত্রিদেশীয় সিরিজের মাঠ

আদৌ কি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য তৈরি পাকিস্তানের তিন স্টেডিয়াম। ছবি বলছে, না। এখনও অনেক কাজ বাকি। এ দিকে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভির মুখে উল্টো কথা। তিনি জানিয়েছেন, কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। সময়ের আগেই স্টেডিয়াম তৈরি হয়ে যাবে। এই বিতর্কের মাঝেই বড় পদক্ষেপ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। ত্রিদেশীয় সিরিজের মাঠ বদলে দিয়েছে তারা।চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু ১৯ ফেব্রুয়ারি। তার আগে পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে একটি ত্রিদেশীয় সিরিজ হবে। ৮ ফেব্রুয়ারি শুরু সেই সিরিজ। তিনটি দলই একে অপরের বিরুদ্ধে একটি করে ম্যাচ খেলবে। ফাইনাল হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি। মূলত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতি হিসাবেই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।প্রথমে ঠিক ছিল, মুলতানে হবে এই ত্রিদেশীয় সিরিজ। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত হয়েছে, লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়াম ও করাচির লাহোর স্টেডিয়ামে খেলাগুলি হবে। জানা গিয়েছে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে মাঠগুলি কতটা তৈরি তা দেখে নিতে চাইছে পাক বোর্ড। সেই কারণে, লাহোর ও করাচিতে খেলা হবে। তা হলে পিচের সঙ্গেও ক্রিকেটারেরা সরগর হয়ে যাবেন।পাকিস্তানের লাহোর, করাচি ও রাওয়ালপিন্ডিতে হওয়ার কথা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচ। তিনটি মাঠেই সংস্কারের কাজ চলছে। কিন্তু দেখে বোঝা যাচ্ছে, সংস্কার নয়, তিনটি স্টেডিয়ামেই আমূল বদল হচ্ছে। স্টেডিয়ামের বাইরের অংশ থেকে শুরু করে গ্যালারি, সাজঘর, শৌচাগার সব জায়গায় কাজ চলছে। এমনকি, মাঠের আউটফিল্ডও তৈরি নয়। দর্শকাসনে রং বাকি। প্লাস্টারের কাজও বাকি। স্টেডিয়ামের বাইরে ইটের স্তুপ পড়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আশঙ্কা বাড়ছে।এই পরিস্থিতিতে লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়াম পরিদর্শনে গিয়েছিলেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি। তিনি আশার কথা শুনিয়েছেন। নকভি বলেন, “গদ্দাফি স্টেডিয়ামে প্লাস্টারের কাজ শেষ হয়েছে। দ্রুত কাজ চলছে। সময়ের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে।”

তিনি আশার কথা শোনালেও ছবি অন্য কথা বলছে। এমনিতেই ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সব কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। সেই সময় পেরিয়ে গিয়েছে। ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে সময় দিয়েছে আইসিসি। কিন্তু তার মধ্যেও সব কাজ শেষ হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।কয়েক দিন আগে পাকিস্তানের স্টেডিয়াম পরিদর্শন করে গিয়েছে আইসিসির একটি প্রতিনিধি দল। সেই দলের এক আধিকারিক বলেন, “স্টেডিয়ামের হাল দেখে আমরা হতাশ। এখনও অনেক কাজ বাকি। স্টেডিয়ামগুলো সংস্কার হচ্ছে না। ভেঙে নতুন করে তৈরি হচ্ছে। দর্শকাসন, ফ্লাডলাইট, থেকে শুরু করে মাঠের আউটফিল্ডও তৈরি নয়।” কোনও রকমে তাড়াহুড়ো করে সেই কাজ শেষ করা যাবে না। কারণ, আইসিসি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হলে আইসিসির শর্ত মেনে সব বন্দোবস্ত করতে হয়। পাকিস্তানের আবহাওয়াও কাজে সমস্যা করছে। ফলে যতটা দ্রুত কাজ হওয়ার কথা তা হচ্ছে না।

ভারতে আয়োজিত বিশ্বকাপে নেই পাকিস্তান

কয়েক দিন আগেই ক্রিকেট নিয়ে সংঘাত হয়েছে ভারত ও পাকিস্তানের। শেষ পর্যন্ত হাইব্রিড মডেল-এ তার সুরাহা হয়েছে। পাশাপাশি এ কথাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, আপাতত ২০২৭ সাল পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান একে অপরের দেশে খেলতে যাবে না। এ বার আরও একটি খেলায় সেই ছবি দেখা গেল। ভারতে আয়োজিত খো খো বিশ্বকাপে খেলতে পারছে না পাকিস্তান। ভারতে আসার অনুমতি পায়নি তারা। ভারতের বিদেশমন্ত্রক পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের ভিসা না দেওয়ায় তারা এই দেশে আসতে পারছে না।

১৩ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে হবে খো খো বিশ্বকাপ। সেখানে খেলার কথা ছিল পাকিস্তানের। তারা ভিসার আবেদনও করেছিল। কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি। ভারতীয় খো খো সংস্থার সভাপতি তথা বিজেপি নেতা সুধাংশু মিত্তল বলেন, “পাকিস্তান দল এখনও ভিসার অপেক্ষা করছে।” খো খো বিশ্বকাপের সিওও গীতা সুদান বলেন, “আমরা যখন সূচি তৈরি করেছিলাম তখন পাকিস্তানকে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিদেশমন্ত্রক ওদের ভিসা দেয়নি। সেটা তো আমাদের হাতে নেই। মনে হচ্ছে না ওরা খেলতে আসতে পারবে।”

পাকিস্তান খো খো সংস্থা এখনও এই বিষয়ে কিছু জানায়নি। তবে প্রতিযোগিতা শুরু হতে আর পাঁচ দিন বাকি।

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আজ ত্রয়োদশ বিধানসভার ষষ্ঠ অধিবেশন। তারই বিস্তারিত নিয়ে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুখমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে রণকৌশল বৈঠকে মন্ত্রী ও বিধায়কেরা।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৯ জানুয়ারি: ত্রিপুরা অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘ চড়িলাম শাখার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের। এদিন দুপুর বারোটায় চড়িলাম লীলাদেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন চড়িলামের নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতি তাপস দাস। উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব, তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম অটোরিকশা শ্রমিক সংঘের সভাপতি বাদল চন্দ্র দাস, চড়িলাম শাখার নেতৃত্ব উত্তম দেব, বিএমএস নেতৃত্ব জীবন ভৌমিক, চড়িলাম অটো রিক্সা শ্রমিক সংঘের সম্পাদক শ্যামল সাহা সহ সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের চিকিৎসকরা উপস্থিত ছিলেন এই রক্তদান শিবিরে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন রক্তের কোন বিকল্প নেই। রক্তদান মহৎ কাজ। এই কাজে এগিয়ে আসার জন্য তিনি চড়িলাম অটো রিক্সা শ্রমিক সংগঠনের কর্মীদের ধন্যবাদ জানান। আগামীদিনে এই জেলা সহ এই রাজ্যের উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এদিন আলোচনা করতে গিয়ে চড়িলামের নবনির্বাচিত মন্ডল সভাপতি তাপস দাস বলেন, মুমূর্ষ রোগীর জীবন বাঁচাতে রক্তের প্রয়োজনীয় যোগান অব্যাহত রাখতে চড়িলাম অটোরিকশা শ্রমিক সংগঠনের এমন উদ্যোগ সত্যি প্রশংসনীয়। বিভিন্ন হাসপাতালগুলোতে রক্তের সংকট দূর করতে তিনি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান রাখেন রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য। এদিন চড়িলাম অটোরিকশা শ্রমিক সংঘের ৩৫ জন শ্রমিক স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। রক্তদান শিবির কে কেন্দ্র করে উপস্থিত শ্রমিকদের উৎসাহ ছিল লক্ষণীয়।

বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করের জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): বিদেশমন্ত্রীর জন্মদিনে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর। বৃহস্পতিবার ৭০ বছরে পা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। এই বিশেষ দিনে জয়শঙ্করকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন তিনি জানান, বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা। দেশের জন্য কাজ করে চলেছেন তিনি। গোটা পৃথিবীর সঙ্গে ভারতের পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদ দৃঢ় করার কাজ করছেন তিনি। তাঁর দীর্ঘায়ু ও সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকের বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ করার জন্য জল জীবন মিশন চালু করেছে: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু আজ সকালে বাধারঘাটে পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের রিগ ডিভিশনের অন্তর্গত সহকারি প্রকৌশলীর কার্যালয়টি পরিদর্শন করেন। রাজ্যপালকে সেখানে স্বাগত জানান পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল সহকারি প্রকৌশলীর কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে সকলস্তরের কর্মীদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সেখানে দপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী রাজীব মজুমদার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ডিডব্লিউএস দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম রাজ্যপালকে অবহিত করেন। পরে তিনি রিগ ও ড্রিলিং মেশিন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি পরিদর্শন করেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকের বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহ করার জন্য জল জীবন মিশন চালু করেছে। রাজ্যে এই কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতেই তিনি এখানে এসেছেন।

বিলোনিয়ায় পদযাত্রা ও র‍্যালী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৯ জানুয়ারি: তিন দফা দাবিতে ভারতের গনতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, ত্রিপুরা উপজাতি যুব ফেডারেশনের বিলোনীয়া মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে বিলোনীয়া মহকুমা বিভিন্ন প্রান্তে পদযাত্রা সভার কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুর তিনটায় বিলোনীয়া চার নং রোড এলাকা থেকে পদযাত্রা শুরু করে কলেজ স্কয়ার সাড়াসীমা, ত্রিপুরা বাজার হয়ে ঝরঝরিয়াতে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে অনুষ্ঠিত হয় এক পথসভা।সভায় বামপন্থী নেতৃত্বরা তিন দফা দাবীর উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। পাশাপাশি বিলোনীয়া মহকুমার ভাতখলার চিকনথলি থেকে পদযাত্রা শুরু হয়। যশমুড়া বাজারে এসে দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে যুব পদযাত্রা শেষ হয়। পদযাত্রা শেষে বিধান দাস,সুবীর ত্রিপুরা কে নিয়ে সভাপতি মন্ডলী তৈরী করে শুরু হয় সভার কাজ। সভায় উপস্থিত বামপন্থী যুব সংগঠনের প্রাক্তন, বর্তমান নেতৃত্বরা তিন দফা দাবীর উপর বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন।

সংবিধান গৌরব অভিযানের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্রে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: বৃহস্পতিবার সংবিধান গৌরব অভিযানের উপর কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা নজরুল কলাক্ষেত্রে। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সারা রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে সংবিধান গৌরব অভিযান। বিজেপির উদ্যোগে এই সংবিধান গৌরব অভিযান সংগঠিত করা হবে।

সংবিধান গৌরব অভিযান সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বৃহস্পতিবার আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন সংবিধান গৌরব অভিযানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন অর্থমন্ত্রী।

তিনি এদিন বিরোধীদের তীব্র সমালোচনা করে বলেন, বিরোধীরা সংবিধান নিয়ে প্রায় সময়ই বিরোধিতার মানসিকতা নিয়ে কথাবার্তা বলে থাকে। কংগ্রেস ও বামেরা সংবিধানকে মান্যতা দিতে জানেনা বলেও তিনি এদিন অভিযোগ করেন। তিনি বলেন সংবিধান এমন একটা জিনিস যার উপর নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ। সংবিধান মেনে অগ্রসর না হলে দেশ কোনদিন অগ্রসর হতে পারবেনা বলেও তিনি এদিন উল্লেখ করেন। সেজন্যই সংবিধান সম্পর্কে প্রত্যেকটি জনগণকে অবগত করার লক্ষ্যেই ১৫ দিনব্যাপী সংবিধান গৌরব অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি।

বোধজংনগরে ৫টি শিল্প ইউনিটের জমি এবং স্থায়ী সম্পদ অধিগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড আজ বোধজংনগর ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের ৫টি শিল্প ইউনিটের জমি এবং স্থায়ী সম্পদ অধিগ্রহণ করেছে। এই ইউনিটগুলি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। ফলস্বরূপ, বোধজংনগরের অত্যন্ত মূল্যবান জমি অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল। কর্পোরেশন নতুন ইউনিটগুলিকে জমি বরাদ্দ করতে পারছিল না। এছাড়াও, এই ইউনিটগুলির কাছ থেকে জমির ভাড়া হিসাবে প্রায় ১.১৩ কোটি টাকা বকেয়া ছিল এবং মালিকরা কর্পোরেশনের কাছ থেকে বকেয়া ভাড়া পরিশোধের জন্য ডিমান্ড নোটিশের কোনও জবাব দিচ্ছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে টিআইডিসি ত্রিপুরা পাবলিক প্রিমিসেস আইনের অধীনে নির্মিত কাঠামো সহ জমি অধিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। নারায়ণ কর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, ইডিপি ম্যানেজমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, হ্যানিম্যান মেডিকেল রিসার্চ প্রাইভেট লিমিটেড, রমেল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, আইকোর সুপার সিমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে ইউনিটগুলির প্রায় ১৭ একর জমি পুনঃব্যবহারের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

বিনিয়োগের প্রসার এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য এই জমিগুলি নিয়ম অনুযায়ী নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য বরাদ্দ করা হবে।

ইন্ডি জোট ভেঙে দেওয়া হোক: ওমর আবদুল্লাহ

নয়াদিল্লি, ৯ জানুয়ারি (হি.স.): দিন যতই এগোচ্ছে ততই প্রশ্নের মুখে ইন্ডি জোটের অস্বিত্ব! দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের আগে নজিরবিহীন বিবাদে ইন্ডি জোটের দুই শরিক আম আদমি পার্টি এবং কংগ্রেস। জোটের দুই শরিকের এই বিবাদে রীতিমতো ক্ষুব্ধ ইন্ডি জোটেরই আরেক শরিক ন্যাশনাল কনফারেন্স। জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ বলেন, এই যদি পরিস্থিতি হয়, তাহলে ইন্ডি জোট ভেঙে দেওয়া হোক।

তিনি বলেন, লোকসভার পর সেভাবে ইন্ডি জোটের কোনও বৈঠক হয়নি। আমাদের এজেন্ডা ঠিক হয়নি। আমার যতদূর মনে হয় এই জোটের কোনও সময়সীমা দেওয়া ছিল না। যদি সেটা শুধু লোকসভা ভোটের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার মনে হয় আমাদের একসঙ্গে বসে আলোচনা করে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত। ওমরের সাফ কথা, যদি জোট থেকে থাকে তাহলে সবার একসঙ্গে লড়াই করা উচিত। নাহলে জোট ভেঙে দেওয়া উচিত।

পশ্চিম-দক্ষিণ জয়নগরের মধ্যে সংযোগকারী হাওড়া নদীর উপর সেতু নির্মাণের জন্য ভূমিপূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: পশ্চিম-দক্ষিণ জয়নগরের মধ্যে সংযোগকারী হাওড়া নদীর উপর বেইলি সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আজ ভূমি পূজার মধ্য দিয়ে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। পুরনিগমের ৩৬নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত পশ্চিম-দক্ষিণ জয়নগরের মধ্যে সংযোগকারী হাওড়া নদীর উপর মনসা বরফ কারখানার সামনে কাঠের সেতুর পরিবর্তে বেইলি টাইপ স্ট্রীল সেতু নির্মাণের জন্য ভূমিপূজা অনুষ্ঠিত হয় বৃহস্পতিবার। এই ভূমি পূজা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরনিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, পুর নিগমের কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, ৩৬ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর নিতু গুহ দে, তুষার কান্তি ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা।

প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট-২০২৫ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: টিআইএফটি-র উদ্যোগে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয় "প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট-২০২৫"। আজ মুখ্যমন্ত্রী ওয়ার রুমে বহি:রাজ্যে এবং বিদেশে বসবাসকারী সফল ত্রিপুরাবাসীদের সাথে এক ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৬০ জন রাজ্যবাসী অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য সরকারের তরফে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি, রাজ্য স্বাস্থ্য মিশনের এম ডি ড. সমিত রায় চৌধুরী, পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি সহ বিভিন্ন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ।

অনুষ্ঠানের প্রথমেই সুশাসন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে বলেন, মহাত্মা গান্ধীর ১৯১৫ সালে ভারত প্রত্যাবর্তনের সময়কে সাক্ষি রেখে প্রবাসী ভারতীয় দিবস ২০০৩ সাল থেকে উদযাপন করা হচ্ছে। এরই অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরাতে এই প্রথমবার আয়োজন করা হল প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিট-২০২৫। তিনি বলেন, এই অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ত্রিপুরার সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। রাজ্যের অগ্রগতিকে তরান্বিত করা। তিনি বলেন, ত্রিপুরাবাসীরা পৃথিবীর যে প্রান্তেই রয়েছেন সেখানেই ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করেছেন এবং রাজ্যকে তুলে ধরার প্রয়াস জারি রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে সচিব কিরণ গিত্যে বর্তমান ত্রিপুরার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ, পর্যটন, অর্থনীতি, শিল্প সম্ভাবনা ইত্যাদির অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারও চায় ত্রিপুরার অগ্রগতির ক্ষেত্রে প্রবাসী ত্রিপুরাবাসীদের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে। অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা বিশ্বশ্রী বি, ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন স্কিল ডেভেলপমেন্ট দপ্তরের অধিকর্তা মহম্মদ সাজাদ পি।

জোরপূর্বক বাড়ি দখল করে মক্ষিরাণীর আসর চালানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন, দাবি কাউন্সিলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: জোরপূর্বক বাড়ি দখল করে মক্ষিরাণীর আসর চালানোর অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন শাসক দলের কাউন্সিলর উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত, মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের মেয়র ইন-কাউন্সিলর রাজধানীর ডুকলি লোটাস ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুমিত্রা সরকারের বাড়িটি জোর পূর্বক দখল করে নেয় এবং সেখানে মক্ষী-রানীর আসর চালাচ্ছে বলে অভিযোগ খোদ বাড়ির মালিক। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী।

আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ইন কাউন্সিলর উদয় ভাস্কর চক্রবর্তী বলেন, সুমিত্রা সরকার একজন ভারসাম্যহীন মহিলা। ওই এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে তিনি মানসিক রোগে আক্রান্ত ওই মহিলা। সুমিত্রা সরকারের অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন। তার বিরুদ্ধে ওই মহিলা মিথ্যে অভিযোগ তুলেছেন।

নীহারিকার অনন্য শ্রদ্ধার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ জানুয়ারিঃ সদ্যপ্রয়াত রাজ্যের দুজন প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিককে অভিনবভাবে শ্রদ্ধা জানালো নীহারিকা প্রকাশনা সংস্থা। ৪৩-তম আগরতলা বইমেলায় ত্রিপুরার অগ্রণী এই প্রকাশনা সংস্থাটি তাদের এবারের স্টল সাজিয়েছে মানস দেববর্মণ এবং অরিন্দম নাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে। ব্লক ডি-তে নীহারিকার এল-৫ ক্রমাঙ্কিত নান্দনিক স্টলটিতে ঢুকলেই দেখা যায় কথাসাহিত্যিক মানস দেববর্মণ এবং অরিন্দম নাথের ফ্রেমবন্দি দুটি বেশ বড়সড় প্রতিকৃতি। সেই প্রতিকৃতিগুলোর সামনে খুব সুন্দরভাবে উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুলদানির উপর গুচ্ছ গুচ্ছ করে সাজানো ফুলের তোড়া। তার উপরে মানস দেববর্মণ এবং অরিন্দম নাথ প্রত্যেকের প্রতিকৃতির সামনে তিনটি করে উজ্জ্বল আলোর সুউচ্চ ছয়টি মোমবাতি। বইমেলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই মোমবাতিরগুলোর শিখা জ্বলজ্বল করে দুলছে, কিন্তু নিভছে না। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বিশেষ এক কারিগরি দক্ষতায় তৈরী এই ছয়টি মোমবাতি একেবারেই যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত। সুইচ না বন্ধ করলে এগুলো নিভবে না। নীহারিকার স্টলের অভ্যন্তরে নান্দনিক এই সজ্জাটি বই-প্রেমীদের আলাদাভাবে নজর কেড়ে নিচ্ছে। বইমেলায় আগত প্রত্যেক পাঠক এবং বইক্রেতাকে অন্তত এই কারণে হলেও একবার নীহারিকার স্টলে ঢুঁ মারতে দেখা গেছে। মানস দেববর্মণ এবং অরিন্দম নাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবার দুটি সুদৃশ্য ক্যালেন্ডারও প্রকাশ করেছে নীহারিকা। মানস দেববর্মণকে নিয়ে নির্মিত ক্যালেন্ডারটিতে রয়েছে তাঁর বর্ণিল জীবনের নানা ছবি। অন্যদিকে অরিন্দম নাথকে নিয়ে নির্মিত ক্যালেন্ডারটিতে রয়েছে নীহারিকা থেকে প্রকাশিত তাঁর সবক'টি বইয়ের প্রচ্ছদ এবং অরিন্দম নাথের বিভিন্ন সাহিত্য-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ছবি। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের আগরতলা বইমেলায় সদ্য প্রয়াত মানস দেববর্মণের প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত এবং অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি নিয়ে 'গল্পভুবনে মানস দেববর্মণ' নামে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেছে নীহারিকা। প্রয়াত মানস দেববর্মণের সাহিত্যকৃতি নিয়ে এটাই এ পর্যন্ত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অন্যদিকে প্রয়াত অরিন্দম নাথের সবচেয়ে বেশি বই নীহারিকা থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। এই দুজন প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিকের বই সংগ্রহের পাশাপাশি তাদের প্রতি বইমেলায় নীহারিকা যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নজির রেখেছে তা লেখক, পাঠক সকলেরই প্রশংসা কুড়াচ্ছে।

আহত গবাদি পশুর চিকিৎসার দাবিতে রাস্তা অবরোধে সামিল জনগণ

আগরতলা, ৯ জানুয়ারি: আহত গবাদি পশুর চিকিৎসার দাবীতে কৈলাসহর- ধর্মনগরের রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছে জনগণ। ওই অবরোধের ফলে রাস্তার দুপাশে প্রচুর গাড়ি সহ যাত্রীরা আটকে পড়েছে। অবরোধস্থলে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনার বিবরনে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রের পাশে কৈলাসহর ধর্মনগর রাস্তায় ষাঁড় তথা একটি গবাদি পশুকে প্রচন্ডভাবে আঘাত করে রাস্তার পাশে ফেলে রেখে দেয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে পিপলস অফ অনিম্যাল সোসাইটির উত্তর জেলা কমিটির সদস্যরা বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে গিয়ে পশুটিকে চিকিৎসার জন্য ঊনকোটি জেলার পশু পালন দপ্তর সহ জেলার অন্যান্য সমস্ত দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে। খবর পেয়ে পশু পালন দপ্তর থেকে একজন চিকিৎসক এসে প্রাথমিক চিকিৎসা করে চলে গিয়েছেন।

চিকিৎসকরা জানান, পশুটির কোমড় ভেঙে গেছে এবং পশুটির উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন এবং পশুটিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। পশুটির উন্নত চিকিৎসার জন্য পশুটিকে ঘটনাস্থল থেকে ধর্মনগরের হাসপাতালে নেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে গাড়ি চাইলে কেউ গাড়ি দিতে রাজি নয়। সকাল দশটা থেকে বিকেল চারটা অব্দি ঊনকোটি জেলা প্রশাসন এবং কৈলাসহর মহকুমা প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকদের অনেকবার বলার পরও কেউ গাড়ি দেয়নি। এরফলে ওই সোসাইটির সদস্যরা প্রচন্ড অপমানিত বোধ করে এবং ক্ষিপ্ত হয়ে এরা কৈলাসহর ধর্মনগরের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন শুরু করে। অবরোধের জেরে যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। অবরোধ চলাকালীন ওই সোসাইটির উত্তর জেলা কমিটির সভাপতি ডক্টর বিপ্লব কুমার দাস জানান যে, গোমাতা নিয়ে সমাজে অনেকে অনেক কথাই বলে। অথচ কাল রাত থেকে রাস্তার পাশে পশুটি পড়ে থাকলেও পশুটির চিকিৎসার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। এমনকি স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও কোনো ধরনের পদক্ষেপ কিংবা সাহায্য পাওয়া যায় নি। যতক্ষন অব্দি প্রশাসনের পক্ষ থেকে গাড়ি পাঠানো হবে না ততোক্ষন অব্দি রাস্তা অবরোধ চালিয়ে যাওয়া হবে বলে জানান ডক্টর বিপ্লব কুমার দাস।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।